আহ্‌ছানিয়া
মিশন বার্তা
বর্ষ ৪২ ■ সংখ্যা ১ ও ২ ■ জানুয়ারি-জুন ২০২০

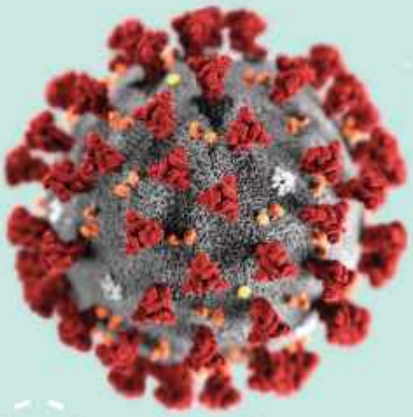

কভিড-১৯ প্রতিরোধ

সাবান দিয়ে হাত ধৌত করুন

মুখোশ পরুন

শিষ্টাচার রক্ষা করুন

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন

জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন

স্বাস্থ্যকর খাবার খান

করোনাকালে মিশনের মানবিক সেবা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

Dr. Rowshan Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪২ ❑ সংখ্যা ১ ও ২ ❑ জানুয়ারি-জুন ২০২০

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় মার্চ মাসের ৮ তারিখে এবং প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ১৮ মার্চ ২০২০, এরপর বাংলাদেশ সরকার করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। সরকারি এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাধারণ ছুটি কার্যকর করে। এসময় মিশনের সব সেক্টর করোনা প্রতিরোধে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। মিশন পরিচালিত সকল প্রজেক্ট ও প্রতিষ্ঠান করোনা যুদ্ধে সম্মুখে থেকে নিয়মিত কাজ এখনও চলমান রেখেছে। *করোনাকালে মিশনের মানবিক সেবা* শিরোনামে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে সেইসব কাজের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

প্রচ্ছদ কাহিনীর পাশাপাশি এবার মানবসেবা বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ লেখা মহামারি ও জনস্বাস্থ্য ভাবনায় মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রকাশিত হলো। আরো রয়েছে প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে চারটি লেখা। এসব লেখায় মিশনের বিভিন্ন সেক্টরের করোনাকালীন বিশেষ কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সংখ্যাটি এ বছরের প্রথম দুটি সংখ্যা হিসেবে একত্রে প্রকাশ করা হল। একইসাথে এটিকে কেবল অনলাইন প্রকাশনায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

করোনাকালের এই দুঃসময়ে আমরা কয়েকজন সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারিয়েছি। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন আমাদের কাছের মানুষ। আহ্ছানউল্লা ক্যান্সার ও জেনারেল হসপিটাল প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সবসময় মিশনের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। তাদের সুপরামর্শ আমাদের চলার পথে ছিল আলোকবর্তিকা। মিশনের একনিষ্ঠ কর্মী সোয়েদুজ্জামান সোহেলকেও আমরা হারিয়েছি। আমরা তাদের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

কোভিড-১৯ ভাইরাস ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। তাই আমাদের এখনও খুব সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে কঠোরভাবে। সকলকে সচেতন থাকার আন্তরিক আহ্বান রইলো।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

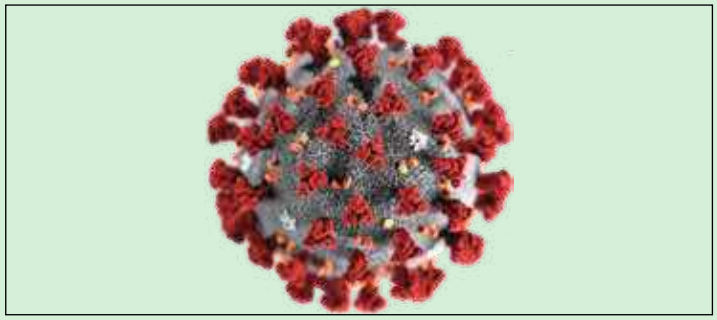

প্রচ্ছদ কাহিনী ৬-১৪ / ১৯-২৪
এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে রয়েছে চারটি বিশেষ লেখা। করোনাকালে ডিএফইডি, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সেক্টরের বিস্তারিত কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে এসব লেখায়।

নিবন্ধ ১৬-১৮
স্মরণ ২৫
শিক্ষা ২৬-২৯
বিবিধ ৩০
নববর্ষ ৩১
পুরস্কার ৩২

৩
প্রতিষ্ঠাতার দর্শন নিয়ে লিখেছেন ইকবাল মাসুদ

১৫
পথচলার ৩০ বছর পার করল আমিক

২৫
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কয়েকজন সুহৃদ ও কর্মী সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাদের স্মরণ করা হয়েছে এই লেখায়।

২৮
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও স্ক্যান সমঝোতা স্বাক্ষর

৩০
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো ৯ ফেব্রুয়ারি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

মহামারি ও জনস্বাস্থ্য ভাবনায় মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)

ইকবাল মাসুদ

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি মহামারি জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তুলেছে এবং এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ইবোলা ও নিপাহ, সার্স, মার্স ও কোভিড-১৯ এর মতো সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায়ই জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মধ্যে ফেলে মানুষের দূর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরেছে। কোভিড-১৯ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে অসংখ্যবার মহামারির মুখোমুখি হয়েছে। আবার ঘুরেও দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক মহামারীও হয়েছে কয়েকবার। এ সময়ের চেয়ে অনেক কম বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ছিল তখন। প্রতিষেধক বা চিকিৎসাও তেমন পায়নি আক্রান্ত মানুষ। তবে অনেক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য সচেতন ও সতর্ক থেকেছে। এভাবে একটি বর্ম তৈরি করে টিকে থাকার চেষ্টা করেছে মানুষ। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বেও এই ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, গুটিবসন্তসহ ভয়ঙ্কর কিছু মহামারি হানা দিয়েছিল। দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কেড়েছিল বহু মানুষের প্রাণ। শতবছর পূর্বে মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ও মাহামারিকালীন স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার কিছু নির্যাস আহরণের প্রচেষ্টাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বহুমুখী বর্ণময় জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা বেশ দুরূহ বিষয়। স্রষ্টার সৃষ্টির অর্থাৎ মানবসেবার এমন কোনো বিষয় নেই যা তার চিন্তা ও কর্ম-জীবনকে স্পর্শ করেনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার কর্ম-জীবন থেকে অনেক কিছু তুলে আনার চেষ্টা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। যুগের প্রয়োজনে তার অনুসারীগণ তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কারের প্রয়াস পায়। তাঁর চিন্তা ও কাজকে বিশ্লেষণ করে যুগের প্রয়োজনীয়তাকে মিটানোর চেষ্টা করা হয়। শতবছর আগে তাঁর মানবিকতা বোধ ও স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্য নিয়ে তার ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক। সম্প্রতি মহামারি ও জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয়ে আমাদের অতীতকে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রভাবিত করেছে এবং আমার এই লেখাটি মিশন প্রতিষ্ঠাতার জনস্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা ও কর্ম নিয়ে আলোচনার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন তাঁরই ভাবাদর্শকে ধারন করে আজো মানুষের সেবা করে যাচ্ছে

মিশন প্রতিষ্ঠাতার জন্ম ও বেড়ে উঠা এই উপমহাদেশের এক যুগসন্ধিক্ষণে। একদিকে বৃটিশদের কলোনীয়াল শাসন অন্যদিকে তা থেকে ভারতবসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকালীন সময়ে, বঙ্গবাসী বিশেষ করে মুসলিম সমাজসহ নিম্নবর্ণের দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিছিয়ে ছিল স্বাস্থ্যসেবা, আধুনিক শিক্ষা, উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং মুক্ত চিন্তা থেকে। এরকমই এক প্রেক্ষাপটে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বেড়ে ওঠা, যা তার সামগ্রিক কর্মময় জীবন এবং চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।

আমরা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র লেখনী ও সৃষ্টির সেবার জন্য তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও কাজকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই তাৎকালীন ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যসেবার দূরবস্থা তাঁকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি বিভিন্নভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর লেখা "মানবের পরম শত্রু" বইয়ে মহামারি, জনস্বাস্থ্য এবং ভারতবর্ষের দূর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্র পাই। যক্ষ্মা (ক্ষয়) রোগ সম্পর্কিত এই বই এর পটভূমিতে তিনি লিখেছিলেন "পাঠকবর্গের অবগতির জন্য মানবের পরম শত্রু নাম দিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার দ্বারা একটি আত্মারও উপকার সাধিত হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। বিশেষত; উপরোক্ত স্বাস্থ্যনিবাস সম্বন্ধে অনেকেই কোন খবর রাখেন না। আশা করি, ইহার দ্বারা তাঁহাদের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইবে"।

তৎকালীন সময়ে ভারতসহ বিশ্ব জুড়ে যক্ষ্মা রোগের প্রাদূর্ভাব ছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মা রোগে মৃত্যবরণ করত। এ ছাড়াও তাঁর লেখা টিচার্স ম্যনুয়্যাল, ভক্তের পত্র, আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, আমার জীবন ধারাসহ বিভিন্ন বইয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক বিশ্লেষণ ও করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "যে পর্য্যন্ত বীজাণু দেহান্তর্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন আশঙ্কার কারণ হয় না। আবার যাহাদের জীবনীশক্তি যত প্রবল, তাহারা তত সহজে বীজাণুর ক্ষমতা রোধ করিতে পারে। যাহারা পূর্ব্ব হইতে ম্যালেরিয়া, কলেরা, রক্ত আমাশয় প্রভৃতি রোগে শীর্ণ হইয়াছে এবং যাহাদের প্রতিরোধ-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল লোকের পক্ষে আশঙ্কা"। তিনি সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিষয়ে কথা বলেছেন ও সঠিক জীবন চর্চা ও পরিস্কার পরিচ্ছনতা, বিশুদ্ধ পানি পান ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধকে উৎসাহিত করেছেন।

১৮১৭ সালে শুরু হওয়া কলেরা মহামারি ১৮২৪ পর্যন্ত কম-বেশি দাপট নিয়ে অব্যাহত থাকে। এরপর একই সময়ে না হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে কলেরা বৈশ্বিক মহামারীতে পরিণত হয়। কলেরায় বিশ্বে বহুদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ১৮১৭ থেকে ১৮৬০

সালের মধ্যে ভারতে কলেরা গ্রাস করে দেড় লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ। ১৮৭৯ সালের আগে কলেরার কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। ফলে খুব অসহায়ভাবেই মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ১৮১৭ সালের কলেরায় ঢাকায় প্রতিদিন দেড়শ' থেকে দু'শ মানুষ মৃত্যুবরণ করত। তখন ঢাকায় উল্লেখ করার মতো কোনো হাসপাতালও ছিল না। সে সময় ঢাকার কালেক্টর স্যার রবার্ট মিটফোর্ড-কে এর বাস্তবতা ব্যথিত করে। ১৮২৮ সালে তিনি দেশে ফিরে যান। মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তি উইল করে যান যেন ঢাকায় একটা হাসপাতাল তৈরি করা হয়। মিটফোর্ড হাসপাতাল তৈরির ইতিহাস এখান থেকেই শুরু হয়। এই কলেরা মহামারি প্রতিরোধে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তার মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "মিশনের মধ্যে যে সকল যুবক আছেন, তাঁহারা কলেরার প্রার্দুভাব হইলে অলি-গলিতে উপস্থিত হইয়া দরূদ ও তকবীর ধ্বনী দ্বারা উৎপীড়িত স্থানকে মুখরিত করেন, স্বহস্তে মৃতদের দাফন-কাফন করেন, কলেমাখানির বন্দোবস্ত করেন ও স্থান বিশেষে মিলাদ শরীফের ব্যবস্থা করেন, তজ্জন্য কিছু দাবী করেন না"।

বাংলায় প্লেগ ও কলেরা ভয়াবহ মহামারী হিসেবে কয়েকবারই দেখা দিয়েছে। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আফগান সুলতানদের শাসন ছিল। এ সময় রাজধানী গৌড়ে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। প্লেগের ধরন অনেকটা করোনার মতোই। জ্বর, মাথাব্যথা, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি এবং ভীষণ ছোঁয়াচে। প্লেগের সঠিক চিকিৎসা তেমন না থাকায় অসংখ্য মানুষ মারা যায়। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, প্লেগে প্রতিদিন এক হাজারের বেশি মানুষ মারা যেত। এত শবদেহ দাফন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মরদেহ বিল-ঝিল আর ভাগীরথী নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো। আমরা দেখেছি বর্তমান করোনা মহামারিতে মৃতদেহের সৎকার নিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি কোভিড-১৯ আক্রান্ত কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ থেকে ভাইরাস ছড়াতে পারে তাই সেই মৃতদেহ সৎকারেও অনেকের অনীহা। সাধারণ ধর্মীয় রীতি মেনেই কোভিড-১৯ মৃতদের দেহ সৎকার সম্ভব। কিন্তু মানুষের অজ্ঞতা, ভুল প্রচারণা, সামাজিক স্টিগমার কারণে সন্তান বাবা-মা এর মৃতদেহও সৎকার তো দূরে থাক অনেকে হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও ভেসে বেড়াচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমাদের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা কীভাবে স্বাভাবিক উপায়ে করোনায় আক্রান্তদের আত্মীয়-স্বজন না হয়েও মৃত্যুবরণকারীদের মৃতদেহ সৎকার করছেন এবং স্বজনদের সাহায্য করছেন।

এ বিষয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বিভিন্ন বই ও লেখনীর মাধ্যমে জানতে পারি কলেরা মহামারির সময় মিশনের সদস্যগণ কীভাবে মানুষের পাশে থেকে মৃতদেহ সৎকারে সাহায্য করেছিল। তিনি আমার জীবন-ধারা বইয়ে উল্লেখ করেছেন "মিশনে অনেকে উপস্থিত হইয়া মৃতপ্রায় প্রাণে নূতন প্রেরণা উদ্দীপ্ত করিত ও দরুদ পার্টির আয়োজন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় টহল দিত। ইহাতে খোদার ফজলে কলেরা প্রশমিত হইত, লোকের মনে নুতন বলের সঞ্চার হইত। মিঞা মজনু স্বয়ং কাফনের কাপড় সেলাই করিতেন, গোছল ও জানাজার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে পয়সা কড়ি লইতেন না। ইহার ফলে মিশন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। নূতন নূতন মেম্বর লিষ্ট ভুক্ত হইতে থাকিল"। তিনি যে উদ্দেশ্যে মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই কাজের মধ্য দিয়ে যথার্থতা প্রমান করে।

অতীতে মানুষ কীভাবে বিশ্ব-মহামারি মোকাবিলা করেছে, মহামারি পরবর্তী বিশ্বই বা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তা আমরা জানি। ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এই মহামারিকে ঘিরে। শত বছর ধরে ভারতবর্ষে চরক ও শশ্রুতা (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০-৫০০) মতো স্বাস্থ্যসেবা প্রচলন ছিল। এই চিকিৎসাসেবা মূলত আয়ুর্বেদ চিকিৎসাভিত্তিক ছিল। এর বাইরে আমরা দেখেছি ধর্মীয় বিধি-বিধান মোতাবেক দোয়া-দুরূদ, সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ, পুজা-প্রার্থনা ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

১৮৯৬-এর প্রথমদিকে বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) প্লেগ রোগের প্রাদূর্ভাব হয়। দ্রুত মহামারি আকারে কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের জন্য ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। কলকাতা শহরে প্লেগ রোগীদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল তৈরি করা হয়। ইংল্যান্ড থেকে অনেক ডাক্তার নিয়ে আসা হয়। এখানেও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা কাজ করে। মুসলমানরা দাবি করে, তাদের জন্য আলাদা হাসপাতাল করতে হবে। প্রয়োজনে হাসপাতাল করার টাকা তারাই দেবে। মাড়োয়ারিরা নিজেদের জন্য আলাদা হাসপাতাল তৈরি করে কলকাতায়। আমরা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র ক্ষেত্রে দেখেছি তিনি যেমন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে মহামারিকালীন ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করেছেন তেমনিভাবে আধুনিক চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ প্রতিষ্ঠানিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন ও নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি মিশন প্রতিষ্ঠার দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ ও দেবহাটার মধ্যবর্তী স্থানে হাসপাতাল নির্মাণের আবশ্যকতার কথা তুলে ধরেন।

১৮১৭ সালের কলেরায় ঢাকায় প্রতিদিন দেড়শ' থেকে দু'শ মানুষ মৃত্যুবরণ করত। তখন ঢাকায় উল্লেখ করার মতো কোনো হাসপাতালও ছিল না। সে সময় ঢাকার কালেক্টর স্যার রবার্ট মিটফোর্ড-কে এর বাস্তবতা ব্যথিত করে। ১৮২৮ সালে তিনি দেশে ফিরে যান। মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তি উইল করে যান যেন ঢাকায় একটা হাসপাতাল তৈরি করা হয়।

তিনি গর্ভবতী মায়েদের জন্য নিরাপদ মাতৃত্বের কথা বলেছেন, পাশাপাশি দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে নিরাপদভাবে শিশু জন্ম দেওয়ার কথাও বলেছেন। এবং মিশনের কার্যপরিধিতে ধাত্রী প্রশিক্ষণকে সম্পৃক্ত করেছেন।

রোগীদের চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও অচ্যুতনাথ অধিকারী রচিত টীচারস্ ম্যানুয়েলে (প্রকাশকাল-আগস্ট ১৯১৫) রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক অনেক দিক নির্দেশনা আমরা খুঁজে পাই। টীচারস্ ম্যানুয়েলে একাদশ অধ্যায়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার ও নিয়ন্ত্রিত জীবনাচারের কথা বলা হয়েছে "স্বাস্থ্য মানুষের সর্ব্ববিধ সুখের মূল। শরীর অসুস্থ হইলে মানব সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই সকলের স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শরীর এবং মনকে স্বাস্থ্যবান রাখিতে হইলে আহার্য্য, পরিধেয়, পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম এবং বিশ্রাম সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন"। তিনি অনুধাবন করেছিলেন শিশুদের সঠিক জীবনাচার শেখাতে পারলে অনেক রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। ছাত্রদের প্রাত্যহিক

জীবনের যে শৃঙ্খলা তা শেখানোর জন্য যেমন বাবা মা তেমন শিক্ষকের দায়িত্বের কথা তুলে ধরেছেন। আমরা বর্তমানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পারিস্কার পরিচ্ছন্নতা শেখানোর জন্য হাইজিন প্রমোশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকি। সেই শত বছর পূর্বেও তার লেখনিতে আমরা তার বীজ নিহিত আছে বলে মনে করি "পরিচ্ছন্নতা শরীর এবং মন উভয়েরই পবিত্রতা সাধন করে। বাল্য হইতে ইহা অভ্যাস না করিলে পরিণত বয়সে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মুখ, দাঁত, গ্রীবা, মস্তক, হাত, নখ, চুল সর্ব্বদা মলমর্জ্জিত রাখিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় জুতাও প্রত্যহ পরিষ্কৃত করা প্রয়োজন। শরীরের ময়লা দূরীকরণের জন্য স্নানাভ্যাস করিতে হইবে"। তিনি বুঝে ছিলেন শিশু-কিশোরদের সঠিক জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠন সম্ভব।

তিনি মানবের পরম শত্রু বইয়ে স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন "প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ডাক্তার কর্ত্তৃক ছাত্র ও ছাত্রীদিগের পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। যে সকল শিক্ষক ব্যায়াম ও ছাত্রনিবাস তত্ত্বধান করেন, তাঁহাদিগকে স্বাস্থ্যের বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী ভালরূপ জানিয়া রাখা উচিত। কোন ছাত্রের কোন রোগ দেখিলে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যে-নিবাসে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা বিধেয়" ।খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর এই জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা বর্তমান জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের জনস্বাস্থ্য ভাবনার সীমা আজো অতিক্রম করতে পারেনি।

আমরা আজ মহামারিকালীন সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যের কথা জোরেসরে বলছি। শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মনের স্বাস্থ্যেরও যে পরিচর্যা প্রয়োজন তাও তিনি অনুধাবন করেছিলেন। টীচারস্ ম্যানুয়েলে তিনি শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যকে সমভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার কথা বলেছেন "প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। শারীরিক শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত- (১) স্বাস্থ্যনীতি (২) ব্যায়াম। কোন কোন বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক শিক্ষার বিশেষ নিকট সম্বন্ধ। কি উপায় অবলম্বন করিলে ছাত্রগণ সুস্থ থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে প্রত্যেক শিক্ষকের তাহা জানা উচিত"।

টীচারস্ ম্যানুয়েলে তিনি শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যকে সমভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার কথা বলেছেন "প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। শারীরিক শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত- (১) স্বাস্থ্যনীতি (২) ব্যায়াম। কোন কোন বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই।

সংক্রামক রোগের মহামারির ইতিহাসও অনেক প্রাচীন তেমনি অসংক্রামক রোগ যুগ যুগ ধরে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। আজ বংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সংক্রামক রোগ নিয়ে মানুষ যেমন চিন্তিত তেমনি অসংক্রামক রোগের প্রাদূর্ভাব দিনদিন বেড়ে চলেছে। এদেশে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ এদেশে অসংক্রামক রোগের প্রাদূর্ভাব বেড়ে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণের সাথে তামাক সেবন ও ধূমপানকে দায়ী করে থাকেন। টীচারস্ ম্যানুয়েলে আমরা দেখেছি ধূমপানে বিভিন্ন ক্ষতির কথা তিনি বলেছেন এবং এবিষয়েও ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিশ্বে কোন রোগ বা মহামারি শুধু এক শ্রেণির পেশাজীবী দ্বারা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া সংক্রামক-অসংক্রামক রোগের মহামারি মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব। কোন মহামারিই রাতারাতি শেষ হয়নি। দুই-তিন বছর, এমনকী একাধিকবার আঘাতসহ যুগ যুগ ধরে চলেছে এর প্রকোপ। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ধরন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে এটিও রাতারাতি শেষ হবে না। তাই, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই দীর্ঘমেয়াদী মহামারি মোকাবিলা পরিকল্পনা প্রয়োজন। এজন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র দেখানো পথ অনুকরণীয় হতে পারে। অর্থাৎ আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষার সাথে সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির শিক্ষা দিতে হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) ধর্মীয় বিধি-বিধান ও বিশুদ্ধ জীবনাচার পালনের মাধ্যমে কীভাবে জীবন গঠন করতে হয় তার পথ দেখিয়ে গেছেন। পাশাপাশি রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা ও তাদের সুচিকিৎসার জন্য তাঁর যে ভাবনা তা আজও ফুরিয়ে যায়নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন তারই ভাবাদর্শকে ধারন করে আজও মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। যে অনুপ্রেরণা ও উদাহরণ তিনি তার কর্মে ও লেখনীতে রেখে গেছেন তা অম্লান। কোভিড-১৯ আজ আমাদের নৈতিকতা ও মানবিকতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অগ্রগাতি ও আধুনিকতার অহংকারকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। রোগাক্রান্ত মানুষকে বিনা চিকিৎসায় রাস্তায় মরতে হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মীরা আত্মকেন্দ্রীকতার চূড়াকে স্পর্শ করেছে। মানুষ শুধু নিজে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। আজ যদি আমরা ইসলামসহ যে কোন ধর্মের মর্মার্থ বুঝতে পারতাম, মানুষের সেবার নূন্যতম ভাবনা আমাদের থাকত, তাহলে এই ক্রান্তিকালকে পরাজিত করা মানুষের জন্য তেমন কিছুই না। সংক্রামক রোগের মহামারির বিস্তার মোকাবিলা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মানবতা বোধের ও সেবার ব্রত থাকতে হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) যেভাবে স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বের কথা বলেছেন তা আজও জাতীয় ভাবনার খোরাক জোগাতে পারে। তিনি বলেন "স্বাস্থ্যই জাতীয় শক্তির ভিত্তি- স্বাস্থ্যের উপর জাতীয় শক্তির ভিত্তি স্থাপিত। যে জাতি দূর্ব্বল ও নিস্তেজ, সে জাতি কদাপি উন্নতির শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি, তাহাদের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে"। আমরা আজও এই কথার মর্মার্থ অনুধাবন করে সঠিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হইনি।পরিশেষে বলতে চাই, পৃথিবীতে সকল মহামারিই একে একে শেষ হয়েছে। কোভিড-১৯-ও একদিন শেষ হবে। কিন্তু কোভিড-১৯ মানুষ ও মানবিকতার মাঝে যে ব্যবধানের দাগ টেনে দিয়ে যাবে তা মুছতে আধুনিক বিজ্ঞান ও মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে যেমন কাজে লাগাতে হবে তেমনি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র দেখানো পথ 'স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা'-র মাঝে অনেক পথনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব যা এই সংকটকালে আলোকবর্তিকা হয়ে জাতির সামনে আসতে পারে।

তথ্যসূত্র:
১. আমার জীবন-ধারা
২.আমার শিক্ষা ও দীক্ষা
৩. টীচারস্ ম্যানুয়েল
৪.মানবের পরম শত্রু

ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

করোনা প্রতিরোধে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

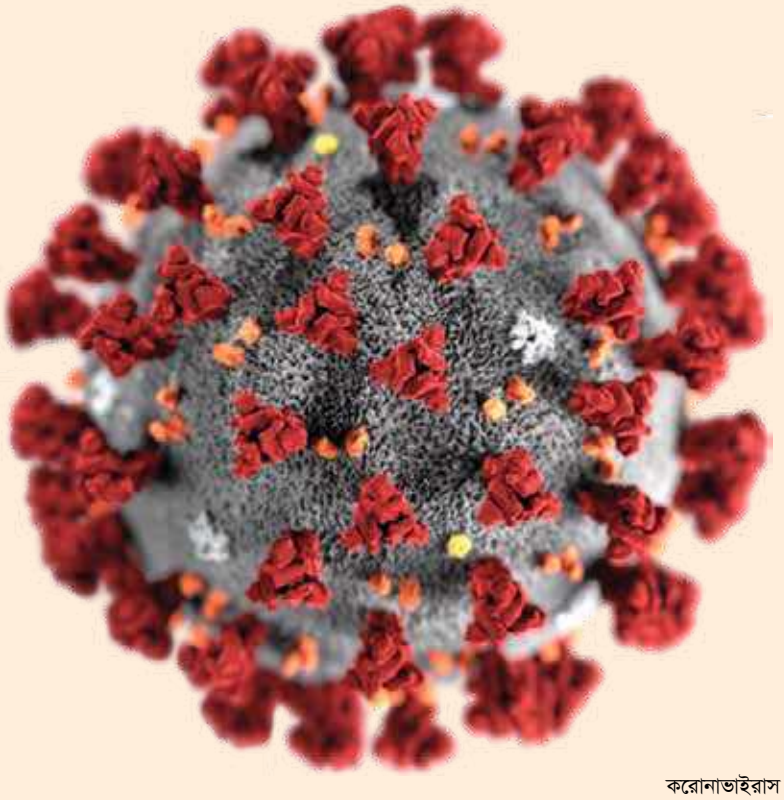

করোনাভাইরাস

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনা সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে নিশ্চিত করে যে, তারা অজানা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ২৭ জন রোগী পেয়েছে। ১১ জানুয়ারি ২০২০, চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম প্রথম ৬১ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যুর কথা জানায়। দুই দিন পরে চীনের বাইরে প্রথম রোগী পাওয়া যায় থ্যাইল্যান্ডে। ১৫ জানুয়ারি ২০২০ জাপানে প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। ২৩ জানুয়ারি ২০২০, চীনের ১ কোটি ১০ লক্ষ জনঅধ্যুষিত উহান নগরী কঠোর লকডাউনে আনা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৩০ জানুয়ারি ২০২০ বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগের নাম দেয় কোভিড-১৯ এবং ১১ মার্চ ২০২০ এই সংক্রমণকে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে। বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় মার্চ মাসের ৮ তারিখে এবং প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ১৮ মার্চ ২০২০, এরপর বাংলাদেশ সরকার করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। সরকারি এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাধারণ ছুটি কার্যকর করে। এসময় মিশনের সব সেক্টর করোনা প্রতিরোধে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। মিশন পরিচালিত সকল প্রজেক্ট ও প্রতিষ্ঠান করোনা যুদ্ধে সম্মুখে থেকে নিয়মিত কাজ এখনও চলমান রেখেছে। এখানে সেইসব কাজের বিবরণ তুলে ধরা হল।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট রেসপন্স কমিটি

সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় করছে মিশনের করোনাকালীন শিক্ষা কর্মসূচি

মো. সাহিদুল ইসলাম ॥ শেখ শফিকুর রহমান

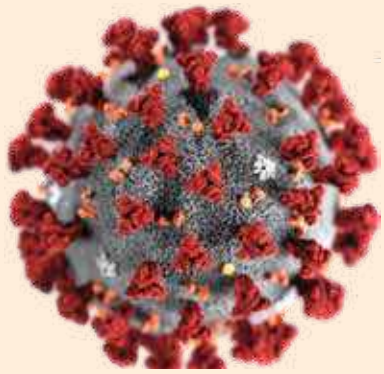

শিক্ষা কার্যক্রমে কোভিড-১৯'র প্রভাব

স্বাভাবিক সময়ে শিক্ষা পরিস্থিতি ব্যাহত হবার জন্য যেসব বিষয় ভূমিকা রাখে, মহামারির সময়ে সেগুলো আরও জোরালো হয়। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে যে স্থবিরতা নেমে এসেছে তা থেকে রেহাই পায়নি শিক্ষাব্যবস্থাও। বংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (যেখানে ডাম নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য) একটি অনলাইন সমীক্ষার মাধ্যমে করোনার মহামারি প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশে বাধাগ্রস্ত করে এমন অনেক উদ্বেগ চিহ্নিত করেছে। কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে করোনার ছড়িয়ে পড়ার কারণে শিশুরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর কারণে সকল বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও মানসিক জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। সংক্রমিতদের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ও স্থানীয় কমিউনিটি বিরূপ আচরণ ও অসহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়েছে। লকডাউন ও সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর দরিদ্র পরিবার হঠাৎ করে তাদের আয় শূন্য পর্যায়ে নেমে এসেছে। দৈনিক আয় কমে যাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর খাদ্য সুরক্ষার অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। শিশুদের প্রারম্ভিক বয়েসের ক্ষুধা ও পুষ্টির ঘাটতি তাদের স্বাস্থ্য ও স্নায়বিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। অনেক শিক্ষকের বেতন/আয় বন্ধ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বয়স্কদের দ্বারা মানসিক টেনশন, ভয় এবং অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত যত্ন ও তদারকিতে ব্যবধান বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে।

এ ছাড়া করোনাভাইরাসের প্রকোপে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের দুটি অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম থাকার পরেও ৮০ শতাংশ পড়াশোনা কমেছে। (তথ্যসূত্র: বিআইজিডি গবেষণা)

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে ডাম শিক্ষা সেক্টরের পদক্ষেপ

কঠোরভাবে লকডাউন পরিস্থিতি এবং দেশজুড়ে 'সামাজিক দূরত্ব' বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার কারণে শিক্ষা পরিকল্পনাকারীরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবং আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় যেহেতু এখনো কোনো ঔষধ আবিষ্কার হয়নি সেহেতু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছে ডাম শিক্ষা সেক্টর। বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে সারা দেশে শ্রেণিভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আওতাভুক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, স্কুল বহির্ভুত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বেশি হওয়ায় তাদের পাঠ-কার্যক্রমে সংযুক্ত রাখা জরুরি। প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে যেয়ে করোনা ভাইরাসের এই দূর্যোগে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সংশ্লিষ্ট করার সম্ভাব্য উপায়/কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ডাম শিক্ষা সেক্টর। ডামের মাঠপর্যায়ের শিক্ষাব্রতীগণ শিক্ষার ধারাবাহিকতা চলমান রাখতে শিক্ষার বিকল্প পদ্ধতিগুলোর নতুনত্ব দিয়েছে ও তা প্রয়োগ করেছে।

শিক্ষা কর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সচেতনতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিঃ যেকোন মহামারি মোকাবেলার জন্য দক্ষ কর্মী প্রস্তুত করা প্রথম অগ্রাধিকার। তাই কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকে নিয়ন্ত্রণ ও এই মাহামারিতে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ের ১৪ জন কর্মকর্তা এবং মাঠ-পর্যায়ের ১২৩ জন (এরিয়া ম্যানেজার, টেকনিক্যাল অফিসার এবং সুপারভাইজার) কর্মী অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্মীরা "অপারেশনাল প্রিপেয়ার্ডনেস ফর ট্যাকলিং ফিজিক্যাল এন্ড সাইকলজিক্যাল বার্ডেন অব কোভিড-১৯" শিরোনামে ভাইরাসের লক্ষণ, কীভাবে ছড়ায়, এর বিস্তাররোধ, সঠিকভাবে হাত ধোয়ার কৌশল, স্বাস্থ্যকর অনুশীলন, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, পিপিই এর যথার্থ ব্যবহার, সঠিক তথ্য ও তথ্যের ব্যবহার, উচ্চ ঝুঁকির কমিউনিটি নির্ধারণ, মহামারিকালীন গুজব, সামাজিক আতঙ্ক, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করেন।

শিক্ষা সেক্টরের বিসিসি কনটেন্ট

মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা নিয়মিতভাবে স্কাইপ, জুম এবং অন্যান্য অনলাইনভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন করেছে। মাঠের কর্মীরা মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে আইইসি ও বিসিসি উপকরণ উন্নয়ন: শিক্ষা সেক্টর কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ইনফরমেশন, এডুকেশন, বিহ্যাভিয়রিয়াল চেইঞ্জ কমিউনিকেশন বিষয়ক অডিও-ভিডিও কন্টেন্ট এবং প্রিন্ট ম্যাটেরিয়াল তৈরি করেছে। ভিডিও কন্টেন্টের মধ্যে রিস্ক কমিউনিকেশন, রিস্ক মিটিগেশন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা, ভাইরাস থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করার উপায়, কোভিড-১৯ এ ইমারজেন্সি রেসপন্স ইত্যাদি

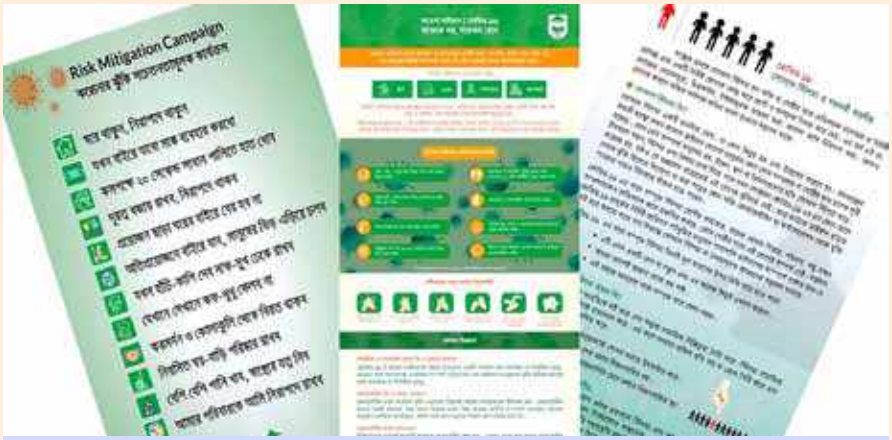

শিক্ষা সেক্টরের লিফলেট সামাজিক সংহতি বজায় রাখছে

সোস্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও গুজব ও সোস্যাল স্টিগমা প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার গাইডলাইন মেনে লিফলেট তৈরি করা হয়েছে যা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি, উদ্বেগ এবং ভয় কাটাতে সহায়তা করছে। পাশাপাশি সামাজিক স্টিগমা দূর করে সামাজিক সংহতি বজায় রাখছে এবং বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখছে।

সুবিধাভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি: শিক্ষা সেবায় নিয়োজিত ডামের শিক্ষা সেক্টর কমিউনিটি পর্যায়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে শুরু থেকেই স্বাস্থ্য অভ্যাস এবং আচরণে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কমিউনিটি পর্যায়ে সাবান-পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেলা করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষা সেক্টর তার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট দুই লক্ষ ৭১ হাজার ২৯৪ জনকে ঝুঁকি প্রশমন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেছে। এদের মধ্যে ৬২ হাজার ৭২৫ জন শিক্ষার্থী, নয় হাজার ৯ শত ৯২ জন সিএসসি সদস্য, ১৪ হাজার ১ শত ২ জন গ্রুপ সদস্য, এক লক্ষ ১ হাজার ৬৮১ জন পিতামাতা এবং ৭১ হাজার ৪০৬ জন পরিবারের সদস্য। বাংলাদেশে জনসংখ্যা অত্যধিক বেশি থাকায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানো অন্য অনেক দেশের তুলনায় খুবই কঠিন। এমতাবস্থায় অবশ্যই কার্যকর করতে হবে সমন্বিত ও কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

ডামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রকল্প ডামের বিভিন্ন সেক্টর এবং সরকারের সাথে তথ্য বিনিময়, যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কাজ করছে।

সঠিক তথ্য সকলের কাছে পৌঁছাতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকদের ভূমিকা অনেক বেশি। তাই ডামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাঠ-পর্যায়ের শিক্ষকগণ কমিউনিটিতে গণ-জমায়েত না করা, সরকারি বিধি-নিষেধ মেনে চলা, গুজব ও অপপ্রচার রোধ, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা, আইসোলেশন ও সম্ভাব্য রোগীর কোয়ারেন্টিনে থাকার বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। ডাম শিক্ষা সেক্টরের প্রায় এক হাজার ৬০০ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সচেতন করে ভাইরাসের প্রার্দুভাব রোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রয়োজনে ৩৩৩ বা ৯৯৯ অথবা ১৬২৬৩ নম্বরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সকলকে অবহিত করছেন।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা: চলতি বছরের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেশের করোনার ভাইরাস সনাক্তকরণের কারণে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক কার্যক্রমগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এসময় জরুরি স্বাস্থ্যবার্তা প্রচারের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিগুলো কী হবে ও কীভাবে পরিচালিত হবে তার উপায় নিয়ে ডামের শিক্ষা সেক্টর ভাবতে শুরু করে। সরকারি নির্দেশনায় দেশব্যাপী লকডাউন, সামাজিক দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজনীয় চলাচলে সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নানা কারণে প্রযুক্তিভিত্তিক ভার্চুয়াল শিক্ষা সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে এসেছিল। এই বিকল্পগুলো বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জও সামনে এনেছিল, যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো, নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রস্তুতি, ডিজিটাল ডিভাইসের সীমাবদ্ধতা বা অনেকের অ্যাক্সেস না থাকা, কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে এই প্রতিবন্ধকতা আরো বেশি প্রকট ছিল। এজন্য শিক্ষা সেক্টর প্রথমে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলে।

ডামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রকল্পে সুবিধাবঞ্চিত ও বিদ্যালয় বর্হিভূত শিক্ষার্থীদের এই কোভিড-১৯ সময়ে শিক্ষা-ক্ষতি পূরণ করার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পগুলি থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত জরীপ সম্পন্ন করা হয় । এই জরীপে মূলত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনে অভিগম্যতা (অ্যাক্সেস -স্বতন্ত্র বা হোম বেসড), ফোনের ধরণ (স্মার্ট ফোন বা ফিচার ফোন), ইন্টারনেট সংযোগে অ্যাক্সেস, মোবাইল ডেটা পরিসেবাগুলির উপলভ্যতা ইত্যাদির ওপর বেসিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহের সময় শিক্ষা প্রকল্পের কর্মীগণ শিক্ষিকাদের বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রেণিকার্যক্রমে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দূর্যোগ সময়ের বিশেষ পাঠদান সম্পর্কে অবহিত করা হয় ও সহযোগিতা চাওয়া হয়। সংগৃহীত তথ্যসূমহ প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে যেয়ে করোনা ভাইরাসের এই দূর্যোগে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সংশ্লিষ্ট করার সম্ভাব্য শিখন-শিক্ষণ

পদ্ধতি/উপায় নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

মোবাইল ফোনে ভয়েস কলের মাধ্যমে শেখার নির্দেশনা: একটি সিএলসিতে গড়ে ৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। সকল শিক্ষার্থীকে একদিন অন্তর অন্তর মোবাইলে সংযুক্ত করে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে কেন্দ্রের ১৫ জন শিক্ষার্থী সপ্তাহের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে ও বাকি ১৫ জন শিক্ষার্থী সপ্তাহের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে মোবাইল ফোনে নির্দেশনার মাধ্যমে ক্লাস করছে। শিক্ষক মোবাইল ফোনে গ্রুপ কল দিয়ে শিক্ষার্থীদের দৈনিক পাঠে সংযুক্ত করেছেন। শিশু ও তার অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে তার শেখার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ-কলে গড়ে ১০ মিনিট করে মোবাইল ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে।

মোবাইল ফোনে পাঠ গ্রহণ করছে শিশু শিক্ষার্থীরা

একদল শিক্ষার্থীর সাথে ক্লাস শেষ করে শিক্ষক ৫/৭ মিনিটের একটি বিরতি নিয়ে আরেকদল শিক্ষার্থীদের সাথে ক্লাস নিচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী-দলের শিখন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকা ক্লাসের ১০ মিনিটের মধ্যে প্রথম ১/২ মিনিট কুশলাদি বিনিময় পূর্বক শিক্ষার্থী-দলের শারিরীক ও মানসিক পরিস্থিতি, তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, হাত ধোয়ার চর্চা ইত্যাদির খবরাদি নেবেন।

শারিরীক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও তার গুরুত্ব, ভীত না হওয়া, ইতিবাচক চিন্তা ও কাজ করা, নিজেকে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন, ছোট ভাই-বোনকে রক্ষা করার, সুরক্ষিত রাখার উপায় ও গুরত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষকরা। একদিনে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে শিক্ষা/শিক্ষিকা ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এরপরে পাঠ্যসূচি ও দৈনিক রুটিন অনুসারে শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষা সেক্টরের সকল প্রকল্প এই পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক (প্রায় ৬০ শতাংশ -৬৫শতাংশ) শিক্ষার্থীকে পড়ালেখার সাথে সংযুক্ত করেছে।

মোবাইল ফোন-ভিত্তিক ভিডিও কন্টেন্টের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম: যে সকল শিক্ষার্থীর বাড়িতে স্মার্ট ফোনে অ্যাক্সেস আছে, তাদেরকে এই মাহামারিতে বিষয়ভিত্তিক পাঠের ভিডিও কন্টেন্ট প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক ভিডিও কন্টেন্ট দেখে পাঠ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। একদিন বিরতিতে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীগণ শিক্ষার্থীর সাথে শিখন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ভিডিও কন্টেন্টের কিছু অংশ শিক্ষকরা নিজেরা তৈরি করেছেন, কিছু ইউটিউব থেকে ওপেন এডুকেশন রিসোর্স হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। ভিডিও কন্টেন্টভিত্তিক পাঠ-অগ্রগতি শিক্ষা কর্মী ও শিক্ষকগণ প্রতিদিন সুপারভিশনে রাখছেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রকল্পগুলো ৫ শতাংশ - ৮শতাংশ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার আওতায় এনেছে।

সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য সচেতন থেকে বাড়িভিত্তিক পাঠদান: পাহাড়ী এলাকা, হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যেসকল শিক্ষার্থীকে পাঠ কার্যক্রমে সংযোগ করা সম্ভব হয়নি তাদের পাঠ্য কার্যক্রমে আনার জন্য বাড়িভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে যখন প্রয়োজনমতো স্কুল ছিল না তখন পন্ডিতমশাই ও শিক্ষকগণ ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে পাঠদান করতেন, তাই বিষয়টি মোটেও নতুন নয়। একটি স্কুল বা সিএলসির যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষকের হেঁটে যাওয়া যায় এমন দূরত্বে অবস্থান করে এবং যাদের মোবাইল ফোনে অ্যাক্সেস নেই, শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই সকল শিক্ষার্থীদের বাড়িতে যেয়ে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য সচেতন থেকে পাঠ-কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ডামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার ৯ শতাংশ -১১ শতাংশ শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে শিক্ষা সহায়তা পাচ্ছে।

পাঠ পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ: দৈনিক পাঠ-সহায়তার ক্ষেত্রে প্রতিদিন রুটিন করে ৩/৪টি প্রধান বিষয়ের কার্যক্রম থাকে। শিক্ষার্থীর সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের খুব বেশি সুযোগ না থাকায় শুধু গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। পাঠদানকারী শিক্ষক ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীকে বাড়ির কাজ দেন। শিক্ষার্থীরা আলাদা আলাদা বিষয়ভিত্তিক খাতায় তারিখ অনুযায়ী বাড়ির কাজ করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পড়া বা পাঠ বিবেচনায় সাপ্তাহিক মূল্যায়নও করে থাকে। শিক্ষার্থী তার বাড়ির খাতায় মূল্যায়ন/পরীক্ষা দেয়। ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় থাকা শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন খাতার ছবি তুলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করে। বাকি শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার খাতা বাড়িতে জমা রাখে। শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মীবৃন্দ একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে শিক্ষার্থীর খাতা মূল্যায়ন করেন। সকল তথ্য শিক্ষক একটি রেজিস্টার খাতায় ডকুমেন্টেশন করেন। বাড়ির কাজে প্রাপ্ত নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। যা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীর নতুন শ্রেণি বা গ্রেডে উত্তীর্ণ হবার ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে কাজ করবে।

এ ছাড়াও, শিক্ষার্থীদের এই কোভিড-১৯ সময়ে তার বাড়ির সহোদরের মাধ্যমে 'ওয়ান টু ওয়ান পাঠদান', শিশুদের বাবা-মায়েদের 'হোম টিচিং' পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিটিভি ও সংসদ টিভির ক্লাস রুটিন সংগ্রহ করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদান করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত হওয়া ক্লাসের সাথে শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীকে তার উপযোগী নানারকম বিকল্প পদ্ধতিগুলো ডামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রকল্পগুলি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের পাঠকার্যক্রমে যুক্ত রাখার আপ্রাণ

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জুম অ্যাপস, গুগল ক্লাসরুম বা মেসেঞ্জারভিত্তিক লাইভ শ্রেণি কার্যক্রম: যে সকল শিক্ষার্থীর বাড়িতে ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার বা স্মার্টফোন আছে তাদেরকে এই কোভিড-১৯ মহামারীতে আইসিটি নির্ভর অনলাইন লাইভ ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমে পাঠদানে সংযুক্ত রাখা হয়েছে । ফেইসবুক লাইভ, মেসেঞ্জার রুম, জুম অ্যাপস, হোয়াটস্অ্যাপ, ও গুগল ক্লাসরুমের মতো সহজ ও জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যবহার করে ডামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, এআইআইসিটি ও আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) ও আরবানের শিক্ষা প্রকল্পগুলো শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্লাসগুলি অনলাইনে সঞ্চিত থাকে, তাই কোনো শিক্ষার্থী যেকোনো লাইভ ক্লাসে বিশেষ কারণে অনুপস্থিত থাকলেও অন্য যেকোন সুবিধামতো সময়ে ক্লাসের ভিডিওগুলি দেখতে পারে। আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, এআইটিভিইটি, এআইআইসিটি, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণি কার্যক্রম এই পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একটি সংক্ষিপ্ত জরিপের ওপর ভিত্তি করে, পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে আরবানের শিক্ষা প্রকল্প হতে ৪৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সূমহের ৭৫-৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে লাইভ ক্লাসে যোগ দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট অনলাইনভিত্তিক নানামুখী ইন্টার-অ্যাকটিভ ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন-শিক্ষণে নিয়োজিত রেখেছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা: প্রযুক্তিভিত্তিক ভার্চুয়্যাল পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলন, প্রচার এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে ডাম শিক্ষা সেক্টর। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসায় শিক্ষাগ্রহণের বৈচিত্রটি বেশ স্পষ্ট। আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, এআইআইসিটি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স, সচেতনতা এবং ডিজিটাল ডিভাইসে তাদের প্রবেশাধিকার বেশি থাকায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণের হার বেশি। ইন্টারনেট ব্যয়ের কারণে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রকল্পের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইন লাইভ ক্লাসের উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কম। মাঠ-পর্যায়ে অবস্থিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের উচ্চশিক্ষা এবং পেশাদার কোর্সগুলো ডামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন: এআইটিভিইটি, ভিটিআই, এআইআইসিটি, কেএটিটিসি, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ মূলত তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর পাঠদান সীমাবদ্ধ রেখেছেন। পরীক্ষাগার/ওয়ার্কশপভিত্তিক ব্যবহারিক কোর্সগুলি পরবর্তীতে যুক্ত করা হবে। এসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা এবং শহরকেন্দ্রিক অবস্থান হওয়ায় ভার্চুয়্যাল শ্রেণি কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ ভালো। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে বৈদ্যুতিক লোডশেডিং, পিতামাতার অসচেতনতা, প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছুটা ভয়, যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতির অভাব, ব্যবহারিক শ্রেণিকার্যক্রম না থাকা ইত্যাদি নানা কারণে বিকল্প পদ্ধতিতে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিবারের অন্যরা ওয়াশ কার্যক্রমের সুবিধা লাভ করেন

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ওয়াশ কার্যক্রমে ডাম শিক্ষা সেক্টরের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রকল্পসমূহের উপকারভোগী

কার্যক্রমের নাম	উপকারভোগী
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটির মাধ্যমে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা	৮৯টি
সাবান সংগ্রহ ও বিতরণ (অ্যাকশন গ্রুপ সদস্যদের মাধ্যমে)	৩০০টি
শিক্ষা কর্মীদের সঠিকভাবে হাত ধোয়া পদ্ধতি শেখানো	২৩৩ জন
শিক্ষকদের সঠিকভাবে হাত ধোঁয়া পদ্ধতি শেখানো	১৬০০ জন
শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে হাত ধোয়া পদ্ধতি শেখানো	৬২,৭২৫ জন
কমিউনিটি জনগণকে সঠিকভাবে হাত ধোয়া পদ্ধতি শেখানো	১০১,৬৮১ জন
টিউবওয়েল পরিষ্কার পরিছন্ন করা (ইউথ গ্রুপের সহায়তায়)	২১৬টি
নিরাপদভাবে টিউবওয়েল ব্যবহারের বিধি শেখানো	১২০১০ পরিবার
নতুন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনে সহায়তা করা (লিংকেজের মাধ্যমে)	৫০টি

মো. সাহিদুল ইসলাম, হেড অব এডুকেশন এন্ড টিভিইটি সেক্টর
শেখ শফিকুর রহমান, কোঅর্ডিনেটর, এমএন্ডই, এডুকেশন সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট রেসপন্স কমিটি

স্বাস্থ্য সেক্টরের এগিয়ে চলা

মাহফিদা দীনা রুবাইয়া

কোভিড-১৯ রেসপন্স কমিটি গঠন

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই স্বাস্থ্য সেক্টর, এ ভাইরাসকে মোকাবেলার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি রেসপন্স কমিটি গঠন করে। এ কমিটি স্বাস্থ্য সেক্টরের অধীন হেনা আহমেদ হাসপাতাল, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট (ইউপিএইচসিএসডিপি)-২য় পর্যায়, ইন্টিগ্রেটেড ইমার্জেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন্ কক্সবাজার, ইমপ্রুভমেন্ট অ্ব দ্য রিয়্যাল সিচ্যুয়েশন অব্ ওভারক্রাউডিং ইন্ প্রিজন্স ইন্ বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের কর্মীদের সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি দেয়ার শিষ্টাচার, এবং নিয়ম মেনে মাস্ক ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পাশাপাশি এ কমিটির সদস্যরা প্রতিটি প্রজেক্ট অফিস পরিদর্শন করেন এবং সহকর্মীদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেন। কমিটির সদস্যরা করোনাভাইরাস বিষয়ে সচেতনতার জন্য নিয়মিত আপডেট তথ্য দিয়ে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি আলোচনা চলমান রাখেন।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রোটোকল ও গাইডলাইন তৈরি

করোনাভাইরাস মোকাবেলার জন্য স্বাস্থ্য সেক্টর হতে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য গাইড লাইন তৈরি করা হয়। গাইড লাইনগুলো হলো– পারসোনাল প্রোটেকশন ফর মেডিকেল প্রফেশনালস্ অ্যান্ড ইনফেকশন কন্ট্রোল; গাইডলাইন ফর ড্রাগ অ্যাডিকশন ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার; গাইড লাইন ফর কমিউনিটিবেসড সার্ভিস প্রোভাইডার; গাইডলাইন ফর রিফিউজি ক্যাম্প ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার; গাইডলাইন ফর জেনারেল ভেইকেল ড্রাইভার; গাইডলাইন ফর ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল; ইনফেকশন প্রিভেনশন (আইপিসি) গাইডলাইন; প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম- মাস্ক, গ্লোভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার গাইডলাইন; এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে কোভিড পজেটিভ ব্যক্তিদের জন্য 'ইর্মাজেন্সি ট্রিটমেন্ট সাপোর্ট টু কোভিড-১৯ পজিটিভ ডাম পারসোনাল' প্রোটোকল তৈরি করেছে। এসকল গাইডলাইন স্বাস্থ্যসেক্টরের সকল প্রকল্প, হাসপাতাল, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনুসরণ করা হচ্ছে।

করোনাভাইরাস ও তার প্রতিরোধ বিষয়ক লিফলেট বিতরন করা হচ্ছে

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সেক্টর থেকে করোনা ভাইরাসের বিস্তার, রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও করণীয় বিষয়ে লিফলেট তৈরি করা হয় । এ লিফলেটগুলি হেলথ সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প ও হাসপাতাল এলাকায় সাধারণ জনগনের মাঝে বিতরণ করা হয়। আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী) হতে করোনাকালে নিরাপদ ডেলিভারির উপর গর্ভবতী মা ও তাদের অভিভাবকের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ও মাঠ পর্যায়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাগুলোতে সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা, মাস্ক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের বিষয়গুলো দেখানো হয়। ইন্টিগ্রেটেড ইমারর্জেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন্ কক্সবাজার প্রকল্প হতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ-প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে লিফলেট বিতরণ করা হয়; ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাকটিভিটিস প্রকল্পের পটুয়াখালি কর্মএলাকায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত ৫৩০৮টি মোবাইল খুদেবার্তা পাঠানো হয়। পেপসেফ প্রকল্প হতে সাভার ও সাতক্ষীরায় করোনা বিষয়ে সচেতনতার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য প্রদান ও মাইকিং মাধ্যমে তথ্য প্রচার ছিল উল্লেখযোগ্য একটি কর্মসূচি ।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ

স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়ে মিরপুর, হাজারীবাগ, রাজশাহী, কুমিল্লায় অবস্থিত ৪টি নগর মাতৃসদন, ২২ টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র; হেনা আহমেদ হাসপাতাল; ইন্টিগ্রেটেড ইমার্জেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন্ কক্সবাজার; টিবি কন্ট্রোল প্রজেক্ট এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ঢাকা, গাজীপুর ও যশোর কেন্দ্রে করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই এসব প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের কাজের ধরন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ চলমান রাখা হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতাল, প্রকল্প অফিসে স্প্রে মেশিন, নন্-টাচ ইনফ্রারেড ডিজিটাল থার্মোমিটার, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও মেঝে জীবাণুমুক্ত করার জন্য শ্যু-ট্রে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে কর্মীরা সেবা প্রদান করছেন। ফিমেল ড্রাগ ট্রিটমেন্ট সেন্টারের পক্ষ থেকে ২৭ টি মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পিপিই বিতরণ করা হয়েছে।

ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল কমিটি গঠন

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর যেমন প্রয়োজন আছে ঠিক একইভাবে কর্মক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের পরিবেশ সুরক্ষারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়; ইন্টিগ্রেটেড ইমার্জেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন্ কক্সবাজার প্রকল্প ও স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর চাহিদা নিরুপণ ও সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করেন এবং ইনফেকশন প্রিভেনশনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

কোভিড-১৯ বিষয়ের উপর খুৎবা মডিউল তৈরি

ফিট দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটিস প্রকল্প হতে কোভিড-১৯ বিষয়ের উপর খুৎবা মডিউল তৈরি করা হয়েছে। এ মডিউলটি বিভিন্ন মসজিদে শুক্রবার জুম্মার নামাজে বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়ক মো. আমির হোসেন

স্বল্প আয়ের সহকর্মী ও সেবা গ্রহিতাদের সহযোগিতা প্রদান

স্বাস্থ্য সেক্টরের'স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম' এর আর্থিক সহযোগিতায় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প(ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়)-২য় পর্যায়, ডিএসসিসি, পিএ-৩, হাজারীবাগ; ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়, ডিএনসিসি, পিএ-৩, মিরপুর; ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়, আরসিসি, পিএ-১ রাজশাহী, ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়, সিওসিসি,পিত্র-১ কুমিল্লা, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মোট-১৯৫ জন স্বল্প আয়ের সহকর্মীদের মাঝে খাদ্য ও জীবানুমুক্তকরণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং ঢাকা উত্তর সিটিকর্পোরেশন হতে ২২০টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং ৫ জন আর্থিক সহযোগিতা পায়। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যাকাত তহবিল হতে অতি দরিদ্র সেবা গ্রহীতাদের সহযোগিতা করা হয়েছে। পেপসেফ প্রকল্প হতে সাভার এলাকার ১৬৫০ জন; আইআরএসওপি প্রকল্প হতে ৩০ জন দরিদ্র কারা ফেরত ব্যক্তিদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস ও হেনা আহমেদ হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে হাঁসাড়া ইউনিয়ন, মুন্সিগঞ্জের করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে ৪০০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্যসেক্টরের নিম্ন আয়ের এক সহকর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় তার সকল চিকিৎসা খরচ বহন করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসের জন্য বিশ্বব্যাপি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন ও করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষনা করেন। এই মহামারি অবস্থায় স্বাস্থ্য সেক্টরের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের ৪টি পার্টনারশিপ এলাকা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ৪টি নগর মাতৃসদন (২৪/৭), ২২টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র; হেনা আহমেদ হাসপাতাল (২৪/৭); ইন্টিগ্রেটেড ইমার্জেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন কক্সবাজার প্রকল্পে ৪টি হেলথ পোস্ট সেন্টার, ৬টি স্যাটালাইট সেন্টারের মাধ্যমে ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সেবা অব্যাহত রেখেছিল; টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশনের অঞ্চল-১ এর ওয়ার্ড ১ (উত্তরা) ও ১৭ (কুড়িল) এ দুটি ডটস্ সেন্টার ও ল্যাবরেটরি সার্ভিস অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়াও ঢাকা, গাজীপুর ও যশোরের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনবার্সন কেন্দ্রের সেবা অব্যাহত ছিল।

কোভিড-১৯ এর সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

করোনা মহামারীকালিন সময়ে তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস ও জাতীয় বাজেটে কর বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। যেমন লেটার ক্যাম্পেইন, এসএমএস ক্যাম্পেইন, সোস্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন, প্রতিবেদন প্রকাশ, লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন, নীতি-নির্ধারকদের সাথে এডভোকেসী ইত্যাদি। করোনাকালিন সময়ে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা, এবং তামাক কোম্পানীকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে মাঠ প্রশাসনকে দেয়া নির্দেশনার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেক্টর বিভিন্ন পেশাজীবিদের স্বাক্ষরে ২১টি চিঠি ও ১০০০ এর বেশি এসএমএস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

নিকট প্রেরণ করে। এছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনস্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে এ ধরনের নির্দেশনা প্রদানের বিরুদ্ধে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করে। বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, তামাক সেবনকারীর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি। এই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও তামাকের কর বৃদ্ধির দাবিতে ২৫টি টেমপ্লেট ও ০২টি ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয় । এছাড়াও ৭০ জন সংসদ সদস্যকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতির স্বাক্ষরে তামাকজাত দ্রব্যের উপর বর্ধিত কর আরোপের অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয় । অর্থমন্ত্রী ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবরও প্রস্তাবনা পত্র প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৩০ মে ২০২০ স্বাস্থ্য সেক্টর অনলাইন লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেখানে সম্মানিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক, একুশে পদক প্রাপ্ত অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক। এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এছাড়াও করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য সেক্টরের নিয়মিত আয়োজন করোনা সংলাপেও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনলাইন লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ০৬ জুন ২০২০ "জনস্বাস্থ্য নাকি তামাক" নিয়ে আলোচনা করেন সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য মুহাম্মদ ফারুক খান, সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আজিজ এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ রোকসানা কাদের। ১৪ জুন ২০২০ "তামাক কর: জাতীয় বাজেট ২০২০-২১" নিয়ে লাইভ আলোচনায় অংশ নেন সাবেক চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অধ্যাপক ড. নাছিরউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. রুমানা হক, ইকবাল মাসুদ এবং আতাউর রহমান মাসুদ। ২৭ জনু ২০২০ "জাতীয় বাজেট: জনস্বাস্থ্য না তামাক" আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুল মজিদ। এ সকল অনলাইন লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রায় ২০ হাজার দর্শক অংশ নেন ও তাদের মতামত প্রকাশ করেন। এছাড়াও, তামাক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ১২টি প্রতিবেদন বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিয়ত এডভোকেসীর ফলে স্থানীয় সরকার বিভাগ তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন গাইডলাইন চূড়ান্ত করে এবং গাইডলাইনের ২০০ সৌজন্য কপি মূদ্রণ করতে সহযোগিতা প্রদান করে।

হাত ধোয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থাপনা তৈরি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। হাত ধোয়ার গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বাস্থ্য সেক্টর-এর সকল প্রকল্পে, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে অফিসের প্রবেশ মুখে হাত ধোয়ার জন্য ওয়াশবেসিন স্থাপন করা হয়েছে। হাসপাতালে আগত সেবাগ্রহিতা, অভিভাবক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের হাত ধোয়ার জন্য ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায় এর সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইন্টিগ্রেটেড ইমারজেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন্ কক্সবাজার, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এবং সেবা গ্রহণকারীদের হাত ধোয়া নিশ্চিত করা হয়। বিএনএ প্রকল্পের মাধ্যমে পটুয়াখালি জেলায় বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারে অস্থায়ী ও স্থায়ী হাত ধোয়ার ওয়াশবেসিন স্থাপন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে মিশনের স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ কর্মীদের জন্য ভাইরাস মহামারি ঘোষণার শুরুতেই বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য সহকর্মী নিয়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলার প্রস্তুতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ ছুটি ঘোষণার পূর্বে স্বাস্থ্য সেক্টর এর কোভিড-১৯ রেসপন্স কমিটির সদস্যরা ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায় ও ইন্টিগ্রেটেড ইর্মাজেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন্ কক্সবাজার প্রকল্পের স্ট্যাটিক ও স্যাটালাইট সেন্টারের সহকর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন সেশনেরআয়োজন করেন। ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায় প্রকল্প তাদের সহকর্মীদের কোভিড-১৯ সময়ে ইনফেকশন প্রিভেনশন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর স্বাস্থ্য সেক্টর হতে অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। স্বাস্থ্য সেক্টর " Operational Preparedness for Tackling Physical and Psychological Burden of COVID-19" শিরোনামে ১৪টি ব্যাচের অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পূর্ন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে ফিজিশিয়ান,নার্স, মিডওয়াইফ, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান; অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী; এনজিও; মাদক নিরাময় কেন্দ্রের ও কারাগারের স্বাস্থ্যকর্মী ও পেশাজীবিরা অংশ নেন।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম

ঢাকা, গাজীপুর ও যশোরে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পরিচালনা করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এ সেন্টারগুলোর করোনাকালে পরিচালনার জন্য কোভিড-১৯ উপর একটি গাইড লাইন তৈরি করা হয়েছে। এ গাইডলাইন অনুসরণ করে সেন্টারগুলি পরিচালিত হচ্ছে। সেন্টারে নতুন রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে ১৪ দিন কোয়ারেনটাইনে রাখা হচ্ছে। এই উদ্দেশে প্রতিটি সেন্টারে আইসোলেশন রুম করা হয়েছে। ভর্তিকৃত রোগীদের নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি নিয়মিত হাতধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হচ্ছে।

করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য সেক্টরের নিয়মিত আয়োজন করোনা সংলাপেও মাদকের বিভিন্ন বিষয়ে অনলাইন লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ০৫ জুন ২০২০ 'মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম ও করণীয়', ৯ জুন 'কেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ পিপল উইথ সাব্সট্যান্স ইউজ ডিসঅর্ডার ইন্ দ্য কনটেস্ট অফ দ্য কোভিড-১৯ প্যানডেমিকস', ১২ জুন 'মেনটাল হেলথ অ্যান্ড সাইকোসোস্যাল নিডস অফ পিপলস উইথ সাবস্ট্যান্স ইউজ ডিসঅর্ডার ইন্ দ্য কনটেক্সট অফ দ্য কোভিড প্যা ডেমিকস', ২২ জুন 'গ্লোবাল ডায়ালগ অন প্রিভেনশন অফ সাব্সট্যান্স ইউজ ডিসঅর্ডার ডিউরিং কোভিড-১৯ প্যানডেমিক'। এছাড়া মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ফেইসবুক লাইভ অনুষ্ঠিত হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের মুখোমুখি। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য সেক্টর অনলাইনের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কাউন্সেলিং সেশনের আয়োজন করেছে। এ পর্যন্ত ২৬টি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কাউন্সেলিং সেশন পরিচালিত হয়েছে।

'করোনা সংলাপ' অনলাইন লাইভ টক শো

স্বাস্থ্য সেক্টর 'করোনা সংলাপ' নামে অন লাইন লাইভ টকশো সম্প্রচার করছে। অন লাইন টকশো করোনাকালে অর্থনীতি, সামাজিক মানসিক স্বাস্থ্য, মাদক ও তামাকের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের ও আন্তর্জাতিক অংগনের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও পেশাজীবিদের নিয়ে লাইভ শোর আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৮টি 'করোনা সংলাপ' লাইভ প্রচারিত হয়েছে।

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল মো. আবরার হোসেন-এর নিকট জিআইজেড বাংলাদেশ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে সুরক্ষা উপকরণসমুহ হস্তান্তর করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

কারা চিকিৎসক ও কারাগারে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর

বর্তমান মহামারি কোভিড-১৯ রোগ প্রতিরোধের অংশ হিসেবে জিআইজেড বাংলাদেশ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে দেশের ৬৮টি কারাগারের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য গত ১৯ মে ২০২০ মঙ্গলবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও এফডিএ কর্তৃক অনুমোদিত ১৭২ ৩এম কোম্পানির পিপিই (ফুলবডি গাউন), ১৭ হাজার ২০০ টি গ্লাভস, আট হাজার ৬০০ টি মাস্ক, ১৭২ গগলস ও ৬৮ টি আই আর থার্মোমিটার কারা সদর দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। কারা মহাপরিদর্শকের পক্ষে সুরক্ষা উপকরণ গ্রহণ করেন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল মো. আবরার হোসেন এবং জিআইজেড বাংলাদেশ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে সুরক্ষা উপকরণসমুহ হস্তান্তর করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, এসময় আইআরএসওপি প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ও সিনিয়র কাউন্সিলর আমির হোসেন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ও কারা অধিদপ্তরের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জি জেড বাংলাদেশের কারিগরী সহযোগিতায় ২০১৪ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কারাভ্যন্তরে কারাবন্দীদের মাদকাসক্তি বিষয়ক চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বিষয়ক প্রকল্প ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য রিয়েল সিচুয়েশন অফ ওভার ক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

কোভিড-১৯ এর বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্যাম্পইন

স্বাস্থ্য সেক্টর, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

টেম্পলেট তৈরি : কোভিড-১৯ এর উপর বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত ৫৮টি টেম্পলেট তৈরি করা হয় এবং টেম্পলেট গুলো হেলথ সেক্টর এর বিভিন্ন ফেইসবুক পেজে আপলোড করা হয়।

ফেইসবুক লাইভ সেশন পরিচালনা : কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্য সেক্টর ফেইসবুক লাইফ সেশন পরিচালনা করছে। এছাড়া পিপিই ব্যবহারের উপর ৮টি ছোট ভিডিও, কোভিড-১৯ হতে সুস্থ হওয়া রোগীর অভিজ্ঞতা শেয়ারের ভিডিও ফেইসবুক পেজ এ আপলোড করা হয়। ৬০ হাজারের বেশি ভিউয়ার এসব ভিডিও দেখেছেন ও ফেইসবুক লাইভে যুক্ত হয়েছেন।

জাতীয় দৈনিকে ১২টি আর্টিকেল প্রকাশ: স্বাস্থ্য সেক্টর হতে কোভিড-১৯ ও তামাকের ব্যবহার; এবং কোভিড-১৯ ও মাদকের চিকিৎসা বিষয়ে জাতীয় দৈনিকে ১২টি আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়।

অনলাইন সার্ভে: স্বাস্থ্য সেক্টর থেকে "COPING STRATEGIES AND WELL BEING IN THE FACE OF COVID-19 CRISIS" শিরোনামে একটি অন লাইন সার্ভে করা হয়।

__মাহফিদা দীনা রুবাইয়া__, প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস
ডেলিভারি প্রজেক্ট ২য় পর্যায়

আমিক-এর ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি

পথচলায় ৩০ বছর পার করল আমিক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকবিরোধী কার্যক্রম এডিকশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইন্টিগ্রেটেড কেয়ার (আমিক) তার পথচলার ৩০ বছর পার করল।

দীর্ঘ এই চলায় রয়েছে অনেক সফলতা। সরকারের সাথে দেশের মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে আমিক ১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণে ও এর অপব্যবহার রোধে কাজ করেছে এই কর্মসূচি। ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা এবং অতীতের পর্যালোচনাকে সামনে নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাজধানীর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক বিরোধী কার্যক্রমের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি। তিনি বলেন, মাদক গ্রহণ করে কেউ সরকারি চাকরি পাবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কড়া নির্দেশ, ডোপ টেস্ট ছাড়া কেউ যেন সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে না পারে।

তিনি আরও বলেন, 'জঙ্গি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী যেমন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন তেমন মাদকের বিরুদ্ধেও জিরো টলারেন্স নীতি দিয়েছেন। কেননা এই মাদক থেকে যুবসমাজ তরুণদের রক্ষা করতে না পারলে আমাদের যে লক্ষ্য ২০৪১, সেটা পূরণ হবে না।'

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষ কিন্তু আর আগের মতো খোলা জায়গায় ধূমপান করেন না। তাদের মধ্যে একধরনের সচেতনতাবোধ তৈরি হয়েছে। এই সচেতনতাবোধ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মাদক গ্রহণ করে কেউ সরকারি চাকরি পাবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কড়া নির্দেশ, ডোপ টেস্ট ছাড়া কেউ যেন সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে না পারে।
জঙ্গি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী যেমন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন তেমন মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি দিয়েছেন।

ঐশীর মতো আর যেন কেউ না হয় জানিয়ে আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে অনেক নারীই সংশোধনের জন্য ভর্তি রয়েছেন। মেয়েরা মাদকাসক্তে জড়িয়ে পড়লে গোপন না করে সংশোধনের জন্য সংশোধনাগার রয়েছে সেখানে ভর্তি করে দিন।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা মাদক উৎপাদন করি না, তবু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আমরা সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করছি। তামাককে যেভাবে আমরা নির্মূল করতে পেরেছি। মাদকেও পারব।'

বিশেষ অতিথি ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সঞ্জয় কুমার চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব)। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফাজলি ইলাহী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

অনুষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য দুজন (একজন প্রিন্ট ও একজন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া) সাংবাদিককে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২০

তামাক ও নিকোটিন থেকে তরুণদের বাঁচাও

ইকবাল মাসুদ

৯০.৬ শতাংশ স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। আবার ৬৪.১৯ শতাংশ দোকানে ক্যান্ডি, চকলেট এবং খেলনার পাশে তামাকজাত দ্রব্য রেখে বিক্রি করতে দেখা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস ৩১ মে ২০২০। ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ ও এর সহযোগী সংস্থা সমূহের উদ্যোগে 'বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস' পালিত হয়ে আসছে। এ বছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য 'তামাক কোম্পানীর কূটচাল রুখে দাও, তামাক ও নিকোটিন থেকে তরুণদের বাঁচাও'। এবছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তামাক কোম্পানির মুখোশ উন্মোচন করা এবং সব ধরনের তামাকপণ্য থেকে যুব সমাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এই দিবসটির লক্ষ্য তামাক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

তামাক কোম্পানিগুলোর মুল টার্গেট শিশু, কিশোর ছাড়াও যুব সমাজকে তামাক ও ধূমপানে আসক্ত করার পাশপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে কোম্পানিগুলো। টোব্যাকো এটলাস-২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে এক লাখ ৬০ হাজার ২০০ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এক জরিপে দেখা যায় ৯০.৬ শতাংশ স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। আবার ৬৪.১৯ শতাংশ দোকানে ক্যান্ডি, চকলেট এবং খেলনার পাশে তামাকজাত দ্রব্য রেখে বিক্রি করতে দেখা যায়। ৮২.১৭ শতাংশ দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপন এবং শিশুদের দৃষ্টি সীমানার মধ্যে ৮১.৮৭ শতাংশ দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন হয় বলে ঐ জরিপে উঠে আসে। তামাক কোম্পানিগুলো সুকৌশলে আকর্ষণীয় করে তামাক শিশু ও যুবকদের সামনে তুলে ধরে। এর মূল কারণ তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটানো। তাই এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তব সম্মত।

বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান, তামাক কোম্পানীগুলো ব্যবসা প্রসারের জন্য তরুণদের মাঝে

ধূমপান ও তামাক সেবন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করেছে যেমন ফ্রি সিগারেট বিতরণ, ব্যাটেল অব মাইন্ড, উপহার সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি। এছাড়া তারা আইনের প্রয়োগকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে। তাই তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তামাক কোম্পানির মুখোষ উন্মোচন জরুরী। তামাক নিয়ন্ত্রণের এই পর্যায়ে তামাক কোম্পানির সহোযোগীদেরও মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। যাতে জনগণ জনস্বাস্থ্যের এই অশুভ শক্তিকে চিহ্নিত করতে পারে।

এছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আরও কঠোর হওয়া জরুরী। তামাক কোম্পানিগুলোর ব্যবসা প্রসারের অপকৌশলকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাংলাদেশ যেহেতু আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে তাই এফসিটিসি ও এর আর্টিকেল ৫.৩ ও অন্যান্য আর্টিকেলসমূহ প্রতিপালন করা সরকারের দায়িত্ব। এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩- য়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক সকল কার্যক্রম বন্ধের পাশাপাশি কঠোর মনিটরিং অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তামাক কোম্পানির কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কিছুটা হলেও আমরা সফল হবো।

এছাড়া কার্যকর কর ও মূল্যবৃদ্ধির পদক্ষেপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্যের দাম অত্যন্ত কম। ফলে দেশের তরুণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী খুব সহজেই তামাক ব্যবহার শুরু করতে পারে। তাই আসন্ন বাজেটে কার্যকর করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের দাম জনগণ, বিশেষ করে তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

বিগত দিনে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং আইন সংশোধন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক অর্জন রয়েছে। জনস্বার্থে দেশেআইন ও বিধিমালা প্রণীত হলেও কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আরো পদক্ষেপ গ্রহণ।

করোনাভাইরাস সৃষ্ট রোগ কোভিড ১৯ মানুষের শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে ও একটা পর্যায়ে শ্বাসতন্ত্রকে অকার্যকর করে দেয়। এজন্য বিজ্ঞানীরা বলছেন শ্বাসতন্ত্রকে রক্ষার সতর্কতা অবলম্বন করে সবাই এই ভাইরাসটির সংক্রমণ ও বিস্তারের ঝুঁকি কমিয়ে আনতে

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে অনন্য অবদান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ স্বীকৃতি পুরষ্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে অনন্য অবদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বিশেষ স্বীকৃতি পুরষ্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২০ উপলক্ষে এটি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ৩১ মে ২০২০ সারা বিশ্বে তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়- "তামাক কোম্পানীর কূটচাল রুখে দাও, তামাক ও নিকোটিন থেকে তরুণদের বাঁচাও"।

তামাকের ব্যবহার প্রতিরোধমূলক মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ৯ মিলিয়ন মানুষ মারা যাচ্ছে তামাকজনিত রোগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে এই সংখ্যা প্রায় ১.৬ মিলিয়ন। কারণ এই অঞ্চলে তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সর্বাধিক। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে-২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশে ৩৫.৩ শতাংশ মানুষ তামাকজাত পণ্য ব্যবহার করছে। আর তামাকজাত পণ্য ব্যবহার ক্যান্সার, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ এবং ডায়বেটিসসহ বিভিন্ন অ-সংক্রমণ রোগের মূল কারণ। তামাক কোম্পানির অন্যতম টার্গেট তরুণ সমাজ। কারণ তরুণ সমাজকে তামাক ব্যবহারকারী হিসেবে একবার তৈরি করতে পারলে তামাক কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি গ্রাহক পেয়ে যায় এবং তরুণদের লক্ষ্য করেই তারা চালাচ্ছে বিভিন্ন অপ-প্রচার, প্রয়োগ করছে বিভিন্ন কূট-কৌশল। এমনকি রেহাই দিচ্ছে না শিশু-কিশোরদের। গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভে-২০১৩ এ দেখা যায়: ৫২.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী বিভিন্ন তামাকজাত পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্যের প্রমোশন দেখতে পায়। এ ছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপ বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট-এ দেখা গিয়েছে যে প্রায় ১০০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত পণ্য বিক্রয় হয় এবং প্রায় ৮২শতাংশ বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্য প্রদর্শিত হয় শিশুদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯০ সাল থেকে তামাকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য জনসাধারণকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, তামাক কোম্পানির কূটচাল থেকে শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষা করে একটি তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা। এলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ প্রণয়ন ও ২০১৩ সালে সংশোধনে নীতিনিধারকদের সাথে এডভোকেসী করা। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন স্থানীয় সরকার বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ রেস্তোরাঁসমূহের জন্য তামাক ও ধূমপানমুক্তকরণ গাইডলাইন/নির্দেশিকা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

পারে। করোনাভাইরাস সৃষ্ট রোগ কোভিড ১৯ প্রতিরোধী ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ হল শ্বাসতন্ত্র। আমাদের শরীরের ফুসফুস শ্বাসের সঙ্গে যে সব দূষিত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে তা শরীরের বাইরে বের করে দিয়ে ফুসফুসকে সচল রাখার চেষ্টা করে। ফুসফুসকে সুস্থ রাখার বিষয়ে তামাকজাতদ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করার একটা বড় ভূমিকা আছে। এছাড়া ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের (বিএমজে) এক গবেষণা বলছে, দিনে একটি সিগারেট খেলেও হৃদরোগের ঝুঁকি ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। স্ট্রোক বা মস্তিস্কে ক্ষরণের ঝুঁকিও বাড়ে ৩০ শতাংশ। নারীদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরো বেশি, ৫৭ শতাংশের মত। কোভিড ১৯-য়েরকারণে কিছু দেশে অতিরিক্ত ধূমপায়ীদের মধ্যে ধূমপানের মাত্রা কমানোর একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তারা মনে করছেন এতে তাদের ঝুঁকি কমছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা ধূমপান কমানো নয় ধূমপান একেবারে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

বিশ্বের তামাক ব্যবহারকারী দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এখনো অন্যতম। তামাকের ব্যবহার ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের প্রকোপও দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে হৃদরোগের কারণে মৃত্যুর ৩০ শতাংশের, ক্যান্সারে মৃত্যুর ৩৮ শতাংশের, ফুসফুসে যক্ষার কারণে মৃত্যুর ৩৫ শতাংশের এবং অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগে মৃত্যুর ২০ শতাংশের জন্য ধূমপান দায়ী।

তামাকখাত থেকে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পায় তামাক ব্যবহারের কারণে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসায় সরকারকে স্বাস্থ্যখাতে তার দ্বিগুণ ব্যয় করতে হয়। এভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে দেশ। আর এই করোনাকালে তামাক কোম্পানির অপ্রতিরোধ্য বানিজ্যিক কৌশল ধূমপায়ী বা তামাকসেবীদের করোনা আক্রান্তের ঝুঁকি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের কোন অমিল নেই। এই পরিস্থিতিতে মহামারি চলাকালীন জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল তামাকজাতদ্রব্য বিপণন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো। তামাক কোম্পানির প্রচারণা ও করোনা আবহে ধূমপান নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা সোশ্যাল মিডিয়ায়সহ অন্যান্য মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ধূমপান নিয়ে সেইসব ভুল ধারণা আমল দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।

তাই সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় তামাক জনিত ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর হার কমানোর জন্য যে কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা জরুরী। এক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে যা দেখি তাহলো তামাক কোম্পানিগুলো অনেক সময় নীতিনির্ধারকদের আনুকল্য পেয়ে আসছে। যা সুস্পষ্টভাবে আইন বাস্তবায়নে দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলছে। একদিকে তামাক কোম্পানির বেপরোয়া মনোভাব, তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ কর্মকৌশল না থাকা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ জাতীয় নীতি প্রণয়ন না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো তামাকের কার্যকর নিয়ন্ত্রণকে ব্যাহত করছে।

এমতাবস্থায়, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে বিদ্যমান আইনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং সকল পর্যায়ে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বিশ্ব নেতারা এই মুহূর্তে অর্থনীতির চেয়ে মানুষের জীবন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় পৃথিবীর বহু দেশ এখন পর্যন্ত জনস্বাস্থ্যকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অর্থনীতির বিবেচনায় যাই হোক, এ মুহূর্তে স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। তাই মহামারির এই পরিস্থিতিতে তামাক কোম্পানিগুলো উৎপাদন ও বিপণন বন্ধে সরকারের দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

***ইকবাল মাসুদ**, পরিচালক, স্বাস্থ্য সেক্টর*
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

কোভিড ১৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত প্রসঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় কারাভ্যন্তরের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ কর্মীদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও এর প্রতিরোধে প্রস্তুতি হিসেবে জি আই জেড বাংলাদেশ ও কারা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আই আর এস ও পি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৮ টি কারাগারের চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী ও সাধারণ কর্মীদের অনলাইনে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ সহায়িকা যৌথভাবে প্রস্তুত ও ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেড ক্রস (আই সিআর সি) এর মধ্যে কোভিড-১৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২২ জুন ২০২০ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেড ক্রস (আই সিআর সি) এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ডিটেনশন ডেলিগেট ডেনিশ সালাকভ ও স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে আই আর এস ও পি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়ক মো.ং আমির হোসেন।

করোনা মোকাবেলায় ডিএফইডি

উদ্যমী সদস্যদের মধ্যে খাদ্য ও হাইজিন সামগ্রী সহায়তা

মো. আসাদুজ্জামান

জরুরি খাদ্য সহায়তাসহ হাইজিন প্যাকেজ সামগ্রী বিতরণ

করোনার (কোভিট-১৯) প্রভাবে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) পরিচালিত ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের ১২০১ জন উদ্যমী সদস্যদের কারো ক্ষুদ্র ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় বা তার আয় কমে যায়। একারণে তাদের চরম আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ডিএফইডি ১২০১ জন উদ্যমী সদস্যদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা হিসাবে চাল,ডাল, লবণ, তেল, চিনি, আলু, পিয়াজ এবং হাইজিন প্যাকেজ হিসাবে ফেইস মাস্ক, হ্যান্ড সেনিটাইজার, ডিটারজেন্ট (গুড়া সাবান) এবং গোসলের সাবান বিতরণ করে। সহায়তা প্যাকেজ স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিতরণ করা হয়। খাদ্য ও হাইজিন সামগ্রী সহায়তার ফলে উদ্যমী সদস্য ও তাদের পরিবারের খাদ্যের চাহিদা কিছুটা লাঘব হয়েছে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুবিধা হয়েছে। তারা স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলছেন যেমন- বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করছেন ও বাড়িতে আসার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিচ্ছেন এবং ছোটদের ও অন্যদেরও এব্যাপারে উদবুদ্ধ করছেন।

বাংলাদেশে বিদ্যমান ভিক্ষুকদের (উদ্যমী সদস্য) স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সাল থেকে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) তার কর্মএলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আর্থিক সহায়তায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ডিএফইডি ঢাকা,ময়মনসিংহ ও খুলনা জোনের ১৫টি এরিয়ার ৮২টি ব্রাঞ্চ অফিসের কর্মএলাকায় ফেব্রুয়ারী ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে ১২০১ জন উদ্যমী সদস্যকে (ভিক্ষুক) এককালীন আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান করে পুর্নসবাসিত করা হয়। **রমাদান ফুড পার্সেল্স ২০২০ এন্ড কোভিড রেসপন্স, বাংলাদেশ প্রজেক্টের আওতায় খাদ্য সামগ্রী ও হাইজিন প্যাকেজ বিতরণ**

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর সহযোগিতায় ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর বাস্তবায়নে,ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-ইউকে-এর অর্থায়নে **রমাদান ফুড পার্সেল্স ২০২০ এন্ড কোভিড রেসপন্স, বাংলাদেশ** প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ধামসোনা ইউনিয়নে,মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার শ্রীনগর সদর ইউনিয়নে,নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উপজেলার ফতুল্লা সদর ইউনিয়নে,এবং নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার সুকন্দী ও চন্দনবাড়ী ইউনিয়নে কোভিড -১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ১৩৭৫টি পরিবারের মাঝে ১৭ মে ২০২০ থেকে ৯ জুন ২০২০ পর্যন্ত জরুরি খাদ্য সহায়তাসহ হাইজিন প্যাকেজ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এবং কোভিড-১৯ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরুরী খাদ্য ও হাইজিন প্যাকেজ সামগ্রী পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা খুবই খুশি হন। বিতরণ করা সামগ্রীর মধ্যে ছিল:

ক) খাদ্য দ্রব্যাদি- পরিবার প্রতি		
১.	চাল	- ২৫ কেজি
২.	মশুর ডাল	- ১ কেজি
৩.	আয়োডিনযুক্ত লবন	- ১ কেজি
৪.	ভোজ্যতেল	- ১ লিটার
৫.	আলু	- ২ কেজি
৬.	পেঁয়াজ	- ১ কেজি

খ) হাইজিন প্যাকেজ- পরিবার প্রতি		
১.	স্যানিটারি ন্যাপকিন	- ১ প্যাকেট
২.	পূণ:ব্যবহারযোগ্য মাস্ক	- ৪ পিস
৩.	সাবান	- ২টি
৪.	ডিটারজেন্ট পাউডার	-১ প্যাকেট

বরগুনা সদর ব্রাঞ্চে বরগুনা জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি উদ্যমী সদস্যদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্যাকেজ বিতরণ করছেন

সচেতনতামূলক কার্যক্রম

কোভিড-১৯ এর প্রাণঘাতি ছোঁয়াচে রোগের কারণে সারা বিশ্ব আজ স্থবির,লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করছেন। এর ভয়াল থাবা বাংলাদেশকেও আক্রমণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) সারাদেশে ১০৩টি শাখার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর উপর গন-সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ডিএফইডির মাঠ পর্যায়ে লক ডাউন ও সাধারণ ছুটির সময় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১,২৭,০০০ (এক লক্ষ সাতাশ হাজার) উপকার ভোগিকে কোভিড-১৯ এর উপর সচেতন করা হয়। এ কার্যক্রমটি সংশ্লিষ্ট শাখার ফিল্ড অর্গানাইজার এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দলের সভানেত্রিদেও কোভিড-১৯ এর বিষয়ে অরিয়েন্টশন এর মাধ্যমে সচেতন করেন। পরবর্তীতে উক্ত সভানেত্রীরা দলের অন্যান্য সদস্যদের সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে করোনা ভাইরাসের বিষয়ে সচেতন করেন। সচেতনতার বিষয়ের মধ্যে ছিল সামাজিক দুরত্ব অর্থাৎ ৩ ফুট দুরত্ব বজায় রাখা, হাঁচি কাশি আসলে টিস্যু অথবা কনুই ব্যাবহার করা, বিশ মিনিট পরপর সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক ব্যাবহার করা, হাতে হ্যান্ডগ্লাভ্স ব্যাবহার করা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে বার বার হাত পরিস্কার করা, জনবহুল/জনসমাগম স্থান এড়িয়ে চলা, যথা সম্ভব ঘরে অবস্থান করা প্রভৃতি।

একইভাবে ডিএফইডিতে কর্মরত ৭০০ জন কর্মীকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহায়তায় কোভিড-১৯ এর বিষয়ে অরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি ১০ মে ২০২০ তারিখ থেকে সীমিত আকারে চালুর অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথে ডিএফইডির সকল কর্মীরা নিজেকে সুরক্ষিত রেখে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে মাঠ পর্যায়ে উপকার-ভোগীদের মাঝে কোভিড-১৯ এর বিষয়ে সচেতনতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

করোনা বিবেচনায় pennyappeal এর উদ্যোগ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন pennyappeal এর অর্থায়নে Orphan Kid Project টি সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় ০৪ টি ইউনিয়নে গত মার্চ/২০২০ থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ আপাতত এক বৎসর। এ প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন দুস্থ এতিম শিশুদের ভবিষ্যতে সমাজের যোগ্য লোক হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

কোবিড-১৯ এর ভয়াবহতাকে বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বেশ কিছু কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে যা দুস্থ এতিম শিশুদের কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে। এগুলো হল-১০০ জন এতিম শিশু এবং তাদের পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ। স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে সচেতনতা করা। অসুস্থ শিশুদেরকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। Community Development Committee-র মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

উক্ত কার্যক্রম হাতে নেয়ায় সকল এতিম শিশু এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা কর্ম এলাকায় এতিম শিশু এবং তাদের পরিবারের কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা থেকে সুরক্ষা দিবে।

করোনা বিবেচনায় SHOUHARDO III-এর উদ্যোগ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন USAID এর অর্থায়নে এবং কেয়ার বাংলাদেশের কারিগরী সহায়তায় সুনামগঞ্জ (দোয়ারাবাজার এবং তাহিরপুর) এবং হবিগঞ্জ জেলার (বানিয়াচং এবং আজমেরীগঞ্জ) হাওর এলাকায় বসবাসরত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সাম্যতা ভিত্তিক খাদ্য এবং পুষ্টির নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ এর লক্ষ্যে ২০১৬ থেকে SHOUHARDO III কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতাকে বিবেচনা রেখে কেয়ার বাংলাদেশ এর নির্দেশনায় SHOUHARDO III কর্মসূচির মাধ্যমে ০৪ (চার) টি উপজেলায় কিছ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে যা কর্ম এলাকার জনগনকে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা থেকে পরিত্রান লাভে এবং তাদের জীবিকায়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। এ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. কোভিড-১৯ এর পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ
১. সৌহার্দ্য-৩ কর্মএলাকায় উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৮ টি হ্যান্ড ওয়াশ ষ্টেশন স্থাপ
২. মোবাইলের মাধ্যমে ১১৪৭৪ অংশগ্রহণকারীকে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতন করা
৩. ৯৫৫ জন কর্মহীন অতিদরিদ্র উপকারভোগীদের মাঝে ৬০০০ টাকা করে বিকাশের মাধ্যমে প্রদান
৪. তাহিরপুর ও আজমেরীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ প্রতিরোধের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ

তাহিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে

এছাড়া উক্ত প্রকল্পে কর্মরত সকল পর্যায়ের ১১৩ জনকর্মীদের কোভিড-১৯ বিষয়ে ভার্চুয়্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যাতে কর্মীরা নিজে নিরাপদ থাকতে পারেন এবং উপকারভোগীদের এ বিষয়ে সচেতন করতে পারেন।

উক্ত কার্যক্রম হাতে নেয়ার ফলে কর্মএলাকায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি (সাবান পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া, মাস্ক পড়া, সামাজিক দুরত্ব মেনে চলা, জনসমাগম এ না যাওয়া) মেনে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এবং এটা কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মূগডাল ভেলিউ চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যদের করোনা মহামারী প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ২০২০

ডিএফইডি বরগুনা সদর উপজেলায় নভেম্বর ২০১৬ থেকে পিকেএসএফ- এর PACE প্রকল্পের আওতায় মুগডাল ভেলিউ চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। করোনা সংক্রমণের প্রেক্ষিতে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর উদ্যেগে মূগডাল ভেলিউ চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২টি কৃষক দলের ৬, ১০০ জন সদস্যদের (পুরুষ ও মহিলা) করোনা মহামারী প্রতিরোধে সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলাদেশে করোনা চিহ্নিত হওয়ার পরপরই মার্চ ২০২০ থেকে প্রকল্পের সদস্যদের মধ্যে এই করোনা মহামারী প্রতিরোধে সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা শুরু হয় যা চলমান আছে। প্রশিক্ষণের ফলে কর্মএলাকায় প্রকল্পের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগনের মাঝেও অনেক সচেতনতা লক্ষ করা যায়। তারা জনসমাগম এড়িয়ে চলছেন। তাদের মাঝে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে । তারা পরিবারের সকল সদস্যদের এ ব্যাপরে সচেতন করার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু- এর কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই বা কোন টিকা এখনও আবিস্কৃত হয় নাই, তাই এই সচেতনতাকে সম্বল করে সামনের দিনগুলোতে বেঁচে থাকতে হবে এমন আশা জাগানিয়া ধারনা তাদের মধ্যে জাগ্রত করা সম্ভব হয়েছে।

করোনাকালে গ্রাহকদের মাঝে ঋণ বিনিয়োগ

করোনাকালের দুঃসময়ে ডিএফইডির ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির গ্রাহক বিশেষ করে প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তারা তাদের পুঁজি হারায় এবং তাদের বিনিয়োগ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। লকডাউন ও বিধি নিষেধের কারণে স্থবির হয়ে পড়া অর্থনীতি যাতে পুনরায় সচল হয় সেই লক্ষ্যে গ্রাহকদের এই দূর্যোগ কাটিয়ে উঠে জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধারে ডিএফইডি এই সকল গ্রাহকদের ঋণ বিনিয়োগ প্রদান অব্যাহত রাখে।জানুয়ারী-জুন/২০২০ সময়ে ডিএফইডি ২৯ হাজার৬৫৭ জন গ্রাহককে ১২১.৮২ কোটি টাকা ঋণ বিনিয়োগ করে। ডিএফইডি-এর এই ঋণ বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার ফলে গ্রাহকদের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে এবং গ্রাহক পর্যায়ে লেনদেন অনেকটা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এসেছে।

করোনাকালে গ্রাহকদের মাঝে সঞ্চয় ফেরৎ

করোনাকালে লকডাউন ও অন্যান্য বিধি নিষেধের ফলে দেশ একটি বিচ্ছিন্ন জনপদে পরিণত হয়। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের দূর্ভোগ অসহনীয় হয়ে ওঠে। পর্যাপ্ত ত্রাণের অভাব স্বাভাবিক জনজীবনকে ব্যাহত করে। এহেন পরিস্থিতিতে ডিএফইডি দরিদ্র ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সাময়িক অসুবিধার হাত থেকে রক্ষার জন্য তাদের সঞ্চিত অর্থ হতে আংশিক সঞ্চয় ফেরৎ প্রদান করে। এতে তারা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হন । ফলশ্রুতিতে দরিদ্র ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতারা একটি সংকটের হাত থেকে রক্ষা পান। ডিএফইডি করোনাকালে মোট ১৭.২৭ কোটি টাকা গ্রাহকদের মাঝে সঞ্চয় ফেরৎ প্রদান করে।

করেনা মোকাবেলায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নে ডিএফইডি-র আওতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্যান্য এলাকার মতো মনোহরদী উপজেলাও করোনা আক্রান্ত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় করোনার প্রাথমিক পর্যায়ে গণসচেতনতা তৈরিতে শুকুন্দি ইউনিয়নের হাউজহোল্ডগুলোতে করোনার বিবরণ ও করণীয় সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে লকডাউন পরিস্থিতিতে অত্র ইউনিয়নের ১০০ জন প্রবীণের সুরক্ষার জন্য ৫৮৩,০০০/- (পাঁচ লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও শারীরিকভাবে নাজুক ও দুঃস্থ ৩০ জন প্রবীণকে ওয়াকিং স্টিক প্রদান করা হয়। এছাড়া শুকুন্দী ও চন্দনবাড়ী ইউনিয়নে DAM UK-এর অর্থায়নে ৫০০ জন দরিদ্র ও অসহায় লোককে ত্রাণ ও হাইজিন সামগ্রী দেওয়া হয়।

মো. আসাদুজ্জামান, *সিইও, ডিএফইডি এন্ড হেড অব ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সেক্টর*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)। ১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকীতে ডিএফইডি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। ডিএফইডি'র ঢাকা, ময়মনসিংহ ও খুলনা জোনের ১৮টি এরিয়ার ১০৬টি ব্রাঞ্চ অফিসে মুজিববর্ষ সংম্বলিত প্ল্যাকার্ড/ব্যানার টানানো হয় এবং অফিসের সকল স্টাফ ও এলাকার সুধিজনদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ডিএফইডি ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে কেক কাটা, আলোচনা সভা, র‍্যালি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ডিএফইডি ১০৬টি ব্রাঞ্চ অফিসের ৭,২৬৪টি দলের সদস্যদের উপস্থিতিতে সাপ্তাহিক সভায় বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের ওপর আলোচনা করা হয়। যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে দেশ গড়ে তোলার শপথে বলিয়ান হয়।

নরসিংদীর মনোহরদি ব্রাঞ্চে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে কেক কাটা হয়

সামাজিক দূরত্ব মেনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১১নং ওয়ার্ডে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে খাদ্য ও হাইজিন সামগ্রী বিতরণ

দুর্গত মানুষের সহায়তায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ

-জাহাঙ্গীর আলম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় বিভিন্ন দুর্যোগে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় মিশন ২০২০ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে।

কোভিড-১৯ বিষয়ক কার্যক্রম

ক. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) 'হাত ধোয়া', 'সামাজিক দূরত্ব', এবং 'স্ব-বিচ্ছিন্নতা'র ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি কার্যক্রম শুরু করে। ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে করোনা রুখতে কী করবেন এবং সচেতনতামূলক প্রচার কিভাবে চালাবেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশিকাসহ দুই লাখ ৭০হাজার ১৩৫ জন সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছায় । ডামের স্বাস্থ্য সেক্টরের সাবধানতা বার্তা সম্বলিত এক লাখ ৫৫হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর ক্রমাগত কোভিড-১৯ এ সেবা প্রদানকারীদের জন্য অনলাইন ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন ও সভার আয়োজন করে আসছে। ক্রমাগত ফেইসবুক লাইভে এসেও নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। সচেতনতা বাড়াতে ও সুরক্ষিত রাখার জন্য কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরের বিভিন্ন জায়গায় ফেস্টুন এবং অন্যান্য উপকরণ স্থাপন করা হচ্ছে।

খ. কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ফুল টাইম চার হাজার ৫৮৮ কর্মী এবং ফ্রন্টলাইন ৯১৯ কর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে । মিশনের ১৯৫টি ফিল্ড অফিসে, হেড অফিসসহ ৩২টি প্রতিষ্ঠানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয় । করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি অনুসরণের পাশাপাশি বর্তমানে সীমিত আকারে অফিস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কর্মীরা বাড়ি থেকে কাজ করছেন। লিফলেট, অডিও বার্তা, লাইভ ফেইসবুক, তথ্য শীট, কর্মীদের নিরাপত্তা গাইডলাইন এবং পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব শুরুর পর থেকে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের হাতে

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১১নং ওয়ার্ডের কল্যাণপুর বস্তিতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণের লক্ষ্যে উপকারভোগী নির্বাচন

স্যানিটাইজার, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য তিন সেট পিপিই এবং ডিসপোজেবল পিপিই (গ্লাভস, মাস্কস, ক্যাপস, গাউন এবং জুতার কভার) সরবরাহ করেছে। এ পর্যন্ত ডামের ১১৫৯ জন স্টাফকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে ।

গ. উন্নত আই.সি. উপকরণ, অপারেশনাল গাইডলাইনস, প্রশিক্ষণ / ওরিয়েন্টেশন মডিউল

ডামের স্বাস্থ্যখাতে লিফলেট, ফেস্টুন, পিপিই ব্যবস্থার জন্য একটি গাইডলাইন, মাদক নিরাময় কেন্দ্রের জন্য গাইডলাইন, কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কারদের জন্য গাইডলাইন, উখিয়া এবং টেকনাফ ক্যাম্প চালকদের জন্য গাইডলাইন এবং কর্মী পরিচালনার গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা ডব্লিউএইচও, সিডিসি, আইইডিসিআর এবং ডিজিএইচএস-য়ের সুপারিশকৃত।

ঘ. স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সহায়তা

ডামের স্বাস্থ্যখাত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন স্বাস্থ্য সহায়তা দিচ্ছে।

ঙ. খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপকরণ সরবরাহ

ঙ.১. ১ম রাউন্ডে খাদ্য সহায়তার আওতায় খাদ্য প্যাকেজ (চাল ২০ কেজি, ক্ষমসুরির ডাল-১ কেজি, সয়াবিন -১ লিটার, লবণ -১ কেজি, চিনি-১ কেজি, আলু-৩ কেজি, পেঁয়াজ-১ কেজি) হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নিজস্ব তহবিল থেকে ১২০১ ভিক্ষুককে খাদ্য সহায়তা করেছে যার মোট মূল্য ছিলবিশ লক্ষ টাকা।

ঙ.২. ডাম রহিম গ্রুপের সহায়তায় উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৬০০ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডে খাদ্য সহায়তা সম্পন্ন করেছে। প্রতিটি পরিবারের জন্য খাবারের প্যাকেজ হিসেবে ছিল: চাল-২০ কেজি, চিড়া - ৫০০ গ্রাম, মসুরির ডাল - ১ কেজি, সয়াবিন -১ লিটার, লবণ -১ কেজি, চিনি -১ কেজি, আলু -৫ কেজি, পেঁয়াজ -১ কেজি, রসুন- আধা কেজি, মসলা-২৫০ গ্রাম। এ প্যাকেজের মোট মূল্য ছিল বিশ লক্ষ টাকা।

ঙ.৩. স্যানিটারিয়ান রেসপন্সগ্র্যান্ট ফ্যাসিলিটি (এইচআরজিএফ)-এর অধীনে অক্সফামের আর্থিক সহায়তায় ৬০০ পরিবারকে খাদ্য ও হাইজিন কিট প্রদান করার লক্ষ্যে সেন্টার ফর ডিজএ্যবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশন এবং স্রোত বাংলাদেশের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইতিমধ্যে কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে। এর মাধ্যমে সাভার পৌরসভার ২ ও ৪ নং ওয়ার্ড এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩, ১১ ও ২০ নং ওয়ার্ডের দিনমজুর, রিকশাচালক, ছোট দোকান মালিক, হকার, ভিক্ষুক এবং অন্যান্য নিম্ন-আয়ের মানুষের সহায়তা প্রদান করা হবে। ফুড সিকিয়রিটি ক্লাস্টারের সুপারিশকৃত কোবিড-১৯ এর জন্য নির্ধারিত খাদ্য প্যাকেজটি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতিটি পরিবারকে ৬০ কেজি, আটা-১৩ কেজি, মসুরি-২ কেজি, সয়াবিন-৩ লিটার, লবণ-১ কেজি, চিনি-১ কেজির প্যাকেজ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ন্যূনতম হাইজিন প্যাকেজ হিসেবে ১০ পিস (প্রতি পিস-১২৫ গ্রাম) গোসলের সাবান, ডিটারজেন্ট সাবান-১ কেজি, নন ডিসপোজাল স্যানিটারি ন্যাপকিন-৮পিস, ঢাকনাসহ বালতি ও ট্যাপ (২০লিটার) -১পিস, ডিসপোজেবল সার্জিক্যাল মাস্ক - ৫০ পিস, প্লাস্টিক মগ-১পিস, ও টু পেজার আইইসি (কালার প্রিন্টেড) প্যাকেজটি ৬০০ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই প্যাকেজের মোট মূল্য ৪৩ লাখ ৫৫৭ হাজার ৫০০ টাকা।

মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপকরণ হিসেবে স্যানিটারি ও নন ডিসপোজেবল স্যানিটারি কাপড়সহ বিভিন্ন উপকরণ

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩নং ওয়ার্ডে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

৬.৪. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কেয়ার বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে ১ মে ২০২০ সাল থেকে কোভিড-১৯ রেসপন্স প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রকল্পটিতে কোকা কোলা ফাউন্ডেশন-য়ের অর্থায়নে মে-জুন ২০২০, সময়কালে গাজীপুর সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলা, কুমিল্লা সদর উপজেলার প্রান্তিক, প্রতিবন্ধী, রিকসাচালক, গার্মেন্টসকর্মী, চা-বিক্রেতাসহ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ছয় হাজার১৩২ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪.১ তাৎক্ষনিক খাদ্য সহায়তা

খাদ্য প্যাকেজ চাল - ৪০ কেজি, মসুরচি - ২ কেজি, আয়োডিনযুক্ত লবণ -১ কেজি, তেল -৩-লিটার, চিনি- ১ কেজি, সুজি - ২ কেজি, পেঁয়াজ -৩ কেজি, মশলা- ২ প্যাক। প্রতি প্যাকেজ এর মোট মূল্য দুই হাজার৮৪৫/-টাকা।

৬.৪.২ স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ প্রদান

মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ প্রদানের জন্য (স্যানিটারি ন্যাপকিন/ নন ডিসপোজেবল স্যানিটারি কাপড়) ১ প্যাকেট (৮-১০ পিসি) অত্যন্ত শোষণকারী নরম সুতি কাপড়, ৪ পিস মাস্ক (পুনরায় ব্যবহারযোগ্য), গোসল এবং হাত ধোয়ার ৩ টি করে সাবান (বার প্রতি পিস ১২৫ গ্রাম), ২টি করে ডিটারজেন্ট পাউডার / লন্ড্রি সাবান (প্রতি পিস ২০০ গ্রাম), প্রদান করা হয় । এ প্যাকেজের প্রতিটির মোট ব্যয় =৩৮০/- টাকা। খাদ্য এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ প্যাকেজের মোট মূল্য তিন হাজার ২২৫/- টাকা।

৬.৪.৩ সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সহায়তা

গাজীপুর জেলাতে কোভিড -১৯ আইসোলেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোভিড রোগীদের সরাসরি সেবা প্রদানকারী ডাক্তারদের জন্য হেড কভারযুক্ত পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বিশেষ মানের গাউন, নার্সদের জন্য সাধারণ মানের ২১০ জিএসএম হেড কভারযুক্ত পুনঃব্যবহারযোগ্য গাউনসহ সুরক্ষা উপকরণ যেমন: হ্যান্ড স্যানিটাইজারস এবং মাস্কস, গ্লাভস এবং মেডিকেল পরিষেবা সরবরাহকারীদের ৮০০ সেট পিপিই প্রদান করা হয়েছে।

৬.৫. ডাম হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল-য়ের আর্থিক সহযোগিতায় জামালপুর জেলার মেলন্দা উপজেলার ঘোষের পাড়া ইউনিয়নে বাণভাসি মানুষের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ৩৯০ টি পরিবারকে প্রায় আট লাখ ১৭ হাজার টাকা মূল্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ এবং পরিবার প্রতি নগদ তিন হাজার টাকা করে মোট ১১ লাখ ৭০ হাজার টাকা বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.৬. UK ভিত্তিক সংস্থা CAFOD-য়ের আর্থিক সহযোগিতায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সাতক্ষীরা জেলার সাতক্ষীরা পৌরসভার ৯টি ওর্য়াডে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধীসহ দরিদ্র অসহায় ৯০০ টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তাসহ হাইজিন প্যাকেজ বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে চাল ৩০ কেজি, ডাল ১ কেজি, সয়াবিন তৈল ১ লিটার, আয়োডিনযুক্ত লবন ১ কেজি, চিনি ১ কেজি, আলু ২ কেজি এবং পেঁয়াজ ১ কেজি। অপরদিকে হাইজিন প্যাকেজ-য়ের আওতায় রয়েছে গোসল ও হাত ধোয়ার সাবান ৩ টি (১২৫ গ্রাম), ডিটারজেন্ট পাউডার ১ প্যাকেট (৫০০ গ্রাম), পূন: ব্যবহারযোগ্য মাস্ক ৪ টি, স্যানিটারি ন্যাপকিন ১ প্যাকেট (৮-১০ পিচ)। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় হবে ৩২ লাখ ১০ হাজার টাকা।

চ্যালেঞ্জসমুহ

সর্বাধিক বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং একটি সম্ভাব্য রোগের প্রাদুর্ভাবের আগে স্টেকহোল্ডারদের সাথে এই তথ্য বিনিময় করা, স্ট্রেস বা মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, মনো-সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশেষত কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে, ডামের লক্ষ্য নীতিগতভাবে উক্ত জনগোষ্ঠীর এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুপারিশ

'মাল্টি সেক্টরাল এন্টিপসেটরি ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস এবং মূল্যায়ন' প্রতিবেদন অনুসারে এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডাম স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক প্যাকেজ, ওয়াশ সহায়তা এবং সামাজিক যোগাযোগ ও শিক্ষা প্যাকেজের মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করেছে। এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে সংস্থানের প্রেক্ষিতে ৪০হাজার পরিবারের কাছে সহায়তা পৌঁছানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলম, উপপরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্প্রতি আমরা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কয়েকজন সুহৃদ, আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ও নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে তারা মিশনকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সহযোগিতা ছিল আমাদের জন্য পরম পাওয়া। করোনাকালীন সময়ে বিদায় নেওয়া এই মানুষদের আমরা স্মরণ করছি। মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছে।

ড. আনিসুজ্জামান

১৪ মে ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস প্রফেসর জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ৮৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন। ২০১৮ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকে ভূষিত ড. আনিসুজ্জামান বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯) ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন।

অনবদ্য সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত হন।

ড. আনিসুজ্জামানের মতো গুণী ব্যক্তিকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করতে পেরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনও সম্মানীত হতে পেরেছে বলে মনে করেন মিশন কর্তৃপক্ষ।

তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের সকল স্তরের মানুষ শোক জ্ঞাপন করেছেন।

জামিলুর রেজা চৌধুরী

২৮ এপ্রিল ২০২০ জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন। ৭৭ বছর বয়সী অধ্যাপক জামিলুর রেজা বাংলাদেশের প্রকৌশল জগতে সবার পরিচিত নাম। একাধারে তিনি গবেষক, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী ছিলেন।

স্বাধীনতার পর এ দেশে যত বড় বড় ভৌত অবকাঠামো তৈরি হয়েছে, তার প্রায় প্রতিটির সঙ্গেই জামিলুর রেজা চৌধুরী কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলেন। জামিলুর রেজা চৌধুরী একসময় যুক্তরাষ্ট্রে কাজের ডাক পেয়েছিলেন বিখ্যাত আরেক বাংলাদেশি প্রকৌশলী এফ আর খানের কাছ থেকে।

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অবদানের জন্য সমাদৃত জামিলুর রেজা চৌধুরীর প্রায় ৭০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন অনেক পুরস্কার আর সম্মাননা।

দায়িত্ব পেয়েছিলেন ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেও।

তিনি ২০১২ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

মোহাম্মদ নাসিম

১৩ জুন ২০২০ অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মৃত্যুবরণ করেন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর গত ১ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন নাসিম। করোনাভাইরাসমুক্ত হলেও এর মধ্যে ব্রেইন স্ট্রোক হলে তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। পরিবার বিদেশে নিতে চাইলেও সেই অবস্থাও ছিল না বলে চিকিৎসকরা জানান। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর ৭২ বছর বয়সী এই সদস্য মৃত্যুকালে স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে গেছেন।

মোহাম্মদ নাসিমের পিতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মনসুর আলী এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

উল্লেখ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে মোহাম্মদ নাসিমের। তাঁর সহযোগিতার প্রেক্ষিতে মিশনের এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ক্ষেত্রবিশেষে নির্বিঘ্ন হয়েছিল।

সোয়েদুজ্জামান সোহেল

৫১ বছর বয়সী সোয়েদুজ্জামান সোহেলের ২৬টি বছরই কেটেছিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবারের সাথে। মিশন পরিবারও তাকে আপন করে নিয়েছিল। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে সবার সাথেই সদাচারণ ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রশাসন বিভাগের প্রয়াত প্রশাসনিক কর্মকর্তা সোয়েদুজ্জামান সোহেল-কে এভাবেই স্মরণ করছিলেন তার একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নাহিদা পারভীন। গত ২১ মে ২০২০ করোনা ভাইরাস-এর করাল থাবায় চিরবিদায় নেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে যান। মিশন পরিবারের

প্রতিটি সদস্য এই একনিষ্ঠ কর্মীর মৃত্যুতে হৃদয় নিংড়ানো শোক প্রকাশ করেছেন।

তার আরেকজন সহকর্মী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের হেড মো. সাহিদুল ইসলাম বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে আমার ২৬ বছর পথচলায় তার সদা সহযোগিতার কথা ভুলার নয়। সদা হাস্যোজ্জল সোহেল সবারই খুব প্রিয়ভাজন ছিলেন।

তার সম্পর্কে মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান বলেন, আমাদের প্রিয় এই সহকর্মীর মৃত্যু অপ্রত্যাশিত। তার নিরলস ও একনিষ্ঠ কাজের জন্য সবসময় মিশন কর্তৃপক্ষ তার প্রতি ছিল সুপ্রসন্ন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের ফটোসেশন

কমনওয়েলথ ডিজিটাল এডুকেশন লিডারশীপ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কলেজ শিক্ষকদের জন্য শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী কমনওয়েলথ ডিজিটাল এডুকেশন লিডারশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কমনওয়েলথ অব লার্নিং কর্তৃক উন্নয়নকৃত ৭টি ই-মডিউলের ওপর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই কর্মশালা। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং' ও বাংলাদেশ সরকারের 'এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)' প্রোগ্রামের সহায়তায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উপপরিচালক মো. জহিরুল আলম। আরো উপস্থিত ছিলেন এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ কবির হোসেন ও ইয়ং প্রফেশনাল অভিজিৎ সাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথ ডিজিটাল এডুকেশন লিডারশীপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান।

সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান।

দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে মোট ৩০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করছেন।

উল্লেখ্য যে, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে ডিজিটাল লার্নিংকে জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় এনে যুগপোযোগী ব্যবহার ও প্রসারে কমনওয়েলথ অব লার্নিং-এর দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির আওতায় এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিনেড)-এর উদ্যোগে এ বিষয়ক প্রশিক্ষণের এটি ২য় ব্যাচ।

আউস্ট-এ ইনোভেশন ল্যাব উদ্বোধন

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআরআইডি-ড্যাম ইনোভেশন ল্যাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী। আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্টার ফর রোবোটিক ইনোভেশন অ্যান্ড ডিপলোপমেন্ট (সিআরআইডি)-এর যৌথ উদ্যোগে এ ল্যাবের উদ্বোধন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর রোবোটিক ইনোভেশন অ্যান্ড ডিপলোপমেন্টের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মেহেদি শামস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমানসহ বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডীন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ও শিক্ষার্থীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রোবটিক্স প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

সিআরআইডি ড্যাম রোবটিক্স ল্যাবস-এর কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

সিআরআইডি ড্যাম রবোটিক ল্যাবস-এর আয়োজনে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য দিনব্যাপী রোবটিক্সের ওপর এক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে রোবটিক্স প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সিআরআইডি ড্যাম রোবটিক্স ল্যাবস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী এহছানুর রহমান, অন্যন্য অতিথিদের মধ্যে রোবটিক্স ট্রেনিং-এর কো-অডিনেটর তাশফিন সিদ্দিক ও এসো রোবট বানাই টিভি রিয়্যালিটি শো'র তরুণ ইনোভেটর শিহাব হাসান সারোয়ার।

প্রধান অতিথি কাজী এহছানুর রহমান ডিজিটাল বাংলাদেশে তরুণ শিক্ষার্থীদের ইনোভেটর হিসেবে তৈরি হওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, ঢাকাসহ সারাদেশে ১০০টির অধিক কর্মশালার আয়োজন করা হবে এবং ১০,০০০ শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে আমরা সারাদেশে তরুণ ইনোভেটর ছড়িয়ে দিতে চায়।

তরুণ ইনোভেটর শিহাব হাসান সারোয়ার ড্রোন, ত্রিডি প্রিন্টারসহ আকর্ষণীয় প্রোটোটাইপ শোকেসিং করেন এবং কীভাবে সহজেই শেখা যায় তার ওপর আলোকপাত করেন। প্রশিক্ষণে ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজের মোট ২০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ওয়াজেদ আলী সকল শিক্ষক ও অভিভাবকদের রোবটিক্সের উৎসাহ দিতে ও পরবর্তী কর্মশালায় অংশ গ্রহণের আহবান জানান।

শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সম্মাননা ২০১৯ প্রদান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এর শিক্ষা কর্মসূচির ইউসিএলসি প্রকল্পের শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সম্মাননা ২০১৯ প্রদান করা হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মিরপুরে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ অডিটরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ডামের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলোকন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. মো. মাহাবুবুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডামের জেনারেল সেক্রেটারি ড. এস এম খলিলুর রহমান, এআইআইসিটি অধ্যক্ষ কাজী সাহিদুল ইসলাম ও আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. মফিজুর রহমান। ইউসিএলসির পক্ষ থেকে প্রশান্ত ডেভিড সাধূখাঁ স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও অনুষ্ঠানটির প্রতিপাদ্য তুলে ধরেন।

উক্ত অনুষ্ঠানটিতে শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সম্মাননা ২০১৯ ঘোষনা করেন ডাম শিক্ষা সেক্টরের হেড মোঃ সাহিদুল ইসলাম। এবারে শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসির এওয়ার্ড ২০১৯- প্রথম স্থান অধিকার করে রংধনু ইউসিএলসি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জ্যোতি ইউসিএলসি ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে নয়নতারা ইউসিএলসি। এছাড়াও তাহমিনা রহমান চৌধূরী (নয়নতারা ইউসিএলসি) প্রাইমারি শাখা থেকে ও রেশমা আক্তার (রংধনু ইউসিএলসি) সেকেন্ডারি শাখা থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন।

অনুষ্ঠান চলাকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম অনুষ্ঠানে যোগদান করে সকলকে প্রেষণা প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণ সম্মাননা ২০১৯ প্রাপ্ত সিএমসি সভাপতিগণ, শিক্ষিকাবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ এই সম্মাননা গ্রহন করেন। সিএমসি সভাপতি ও সদস্যগণ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে ড. এম. এহছানুর রহমান উপস্থিত শিক্ষিকা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে ইউসিএলসি ও ডিআইসি শিক্ষার্থীবৃন্দের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখরিত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাম প্রধান কার্যালয়ের শিক্ষা সেক্টরের বিভিন্ন কোঅরডিনেটর ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিক্ষা সেক্টরের স্ট্র্যাটেজি পেপার প্রণয়ন কর্মশালা-২০২০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর এডুকেশন সেক্টরের ৩ দিনব্যাপী 'স্ট্যাটেজি পেপার প্রণয়ন কর্মশালা -২০২০' ৩-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সাভারের হোপ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে এডুকেশন সেক্টরের ৩০ জন নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্দেশ্য হল: শিক্ষা কম্পোনেন্ট অনুযায়ী শিক্ষা কর্মসূচির (শিখন, অভিজ্ঞতা, অর্জিত ফলাফল ও চ্যালেঞ্জ ইত্যাদির) সালতামামিকরণ; বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় শিক্ষা সেক্টরের স্ট্যাটেজি পেপার হালনাগাদ করা; বর্তমান প্রেক্ষাপট (এসডিজি, ডাম স্ট্যাটেজি, বিশ্বায়ন) বিবেচনায় পরিকল্পনা ২০২০-২৫ প্রণয়ন; শিক্ষা কর্মসূচির স্থায়ীত্বশীলতা কৌশলপত্রের রুপরেখা তৈরী; শিক্ষা সেক্টরের কর্মীদের কৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

উদ্বোধনী দিনে হেড অব এডুকেশন সেক্টর মো. সাহিদুল ইসলাম অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এডুকেশন সেক্টরের সার্বিক কর্মসূচির ওপর একটি উপস্থাপনা পরিবেশন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী শেখ মহব্বত হোসেন। শিক্ষা সেক্টরের বর্তমান স্ট্যাটেজি পেপারের ওপর উপস্থাপনা করেন ওয়ার্কপ্লেস এডাল্ট লিটারেসি প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী শেখ শফিকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ডাম এর সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান এবং প্রথম দিনের সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ডাম-এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান।

কর্মশালার মূল আকর্ষন ৬টি থিমের ওপর রিসোর্স পার্সনগণের উপস্থাপনা। যে পর্বটি শুরু হয় ডাম-এর প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম প্রেরণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে।

অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা

২৩ জানুয়ারি ২০২০ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র ২য় পর্বের 'অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা' ডিএফইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয়সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও ডিএফইডি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. এস. এম. খলিলুর রহমান, মিশনের নির্বাহী পরিচালক ও ডিএফইডি'র সেক্রেটারী জেনারেল ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান, ডিজিএম আর এম ফরহাদ এবং ডিএফইডি'র সাতক্ষীরা-১ ও ২, যশোর, খুলনা, ঝিনাইদহ, বরগুনা ও চট্টগ্রাম এরিয়ার সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ। সভায় সর্বোচ্চ সঞ্চয় গ্রহণকারী ৪ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ডিএফইডি'র সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজে অনলাইন শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম

করোনা ভাইরাসের কারণে চলমান অচলাবস্থায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালু রাখার লক্ষ্যে আহছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজ ফেইসবুক লাইভের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইন শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম শুরু করেছে। সিদ্ধান্ত হয় ২ মে ২০২০ থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে প্রতিদিন দুইটি করে ক্লাস-সপ্তাহে ৬ দিন চালু থ াকবে। প্রতিটি ক্লাসের সময়সীমা ৩০ মিনিট।

কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং সেই নীতিমালার আলোকে ২৭ ও ২৮ এপ্রিল ২১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অনলাইন পাঠদানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং ঐসকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ৩দিনব্যাপী ডেমো ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-স্ক্যান সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন আহ্ছানিয়া মিশন ও স্ক্যান প্রতিনিধি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত কেএনএইচ-আহছানিয়া মিশন সেন্টার ফর এবানডেন্ট চিল্ড্রেন এন্ড ডেস্টিটিউট ওমেন এবং স্ট্রিট চিল্ড্রেন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক (স্ক্যান)-বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ২০২০ রাজধানীর দক্ষিণ পাইকপাড়াস্থ কেএনএইচ-আহছানিয়া মিশন সেন্টার ফর এবানডেন্ট চিল্ড্রেন এন্ড ডেস্টিটিউট ওমেন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক চুক্তিতে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেন ও স্ক্যান বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী উভয় পক্ষ যৌথভাবে অন্যান্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে পথে বসবাসকারী শিশু ও পরিত্যক্ত শিশুদের জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, শিশু-অধিকার বিষয়ক ককাস, মানবাধিকার কমিশন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য নীতি-নির্ধারকদের সাথে সভা, এডভোকেসী মিটিং এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এই এডভোকেসী ও ক্যাম্পেইন বিষয়ক কার্যক্রম চুক্তি অনুযায়ী কেএনএইচ জার্মানী'র সহযোগিতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২-পর্যন্ত পরিচালিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এক রঙা এক ঘুড়ির নির্বাহী পরিচালক মাসুদুল ইসলাম নীল, জনসেবা সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক শেখ ফরিদুল ইসলাম।

১০০০-এর বেশি পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করল মিশন

সুবিধাবঞ্চিত শিশু, দিনমজুর ও স্বল্প আয়ের মানুষের ঈদ সামগ্রী গ্রহণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোভিড-১৯ মানবিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে রিড ফাউন্ডেশন ইউকে-র আর্থিক সহায়তায় ১৬-২৩ মে ২০২০ এক হাজার ২২টি সুবিধাবঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে সারভাইবাল প্যাকেজ বিতরণ করে। উক্ত প্যাকেজগুলো গ্রহণ করে ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) মোহাম্মদপুর এবং যাত্রবাড়ীর কর্মজীবী শিশু, পরিবার এবং আরবান কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার মোহাম্মদপুর ও মিরপুরের সুবিধাবঞ্চিত শিশু, দিনমজুর ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা।

এইসব প্যাকেজগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য এবং পরিচ্ছন্নতা প্যাকেজ। পরিচ্ছন্নতা প্যাকেজে ছিল ২টি গোসলের সাবান, একটি কল যুক্ত বালতি, ডিটারজেন্ট পাউডার, পূনঃ ব্যবহারযোগ্য মাস্ক (স্থানীয়ভাবে তৈরি), তিন পাতা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট এবং একটি তোয়ালে। খাদ্য প্যাকেজে ছিল চাল ১০ কেজি, ডাল ১ কেজি, সয়াবিন তৈল ২ লিটার, চিনি ১ কেজি, পেঁয়াজ ১ কেজি, আলু ২ কেজি, রসুন ১ কেজি এবং আদা ১ কেজিসহ প্রতি ৩-৫ জন সদস্যের পরিবারের জন্যে ছিলো ১ হাজার ৮শ' টাকার সমপরিমাণ খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী।

প্যাকেজ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৪৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বাদল সরদার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. তাইজুল ইসলাম চৌধুরী (বাপ্পি) ও চাঁন মিয়া হাউজিং সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি মো. পারভেজ আহমেদসহ প্রতিটি সিএলসির সভাপতি ও জেনারেল সেক্রেটারিগণ, সম্মানিত সদস্য এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনিয়র স্টাফগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টারের প্রধান মো. সাহিদুল ইসলাম, ডিআইসি প্রকল্পের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ও চাইল্ড প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট শেখ মহব্বত হোসেন।

সিইই-এর অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আগামীর কর্মভাবনা বিষয়ক কর্মশালা

৪ জানুয়ারি ২০২০ রাজধানীর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আগামীর কর্মভাবনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্টার ফর এথিক্স (সিইই)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইই-এর পরিচালক ড. মিজানুর রহমান, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, প্রথম আলো'র যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান, গ্রীন ইউনির্ভাসিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম সামদানি ফকির, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান, বাংলাদেশ একাডেমিক অব সায়েন্সে-এর সচিব প্রফেসর ড. হাসিনা খানসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটি (নাবিক)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর এথিক্স (সিইই) দেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে ২০১৮ সাল থেকে নৈতিক শিক্ষা কোর্স নামের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

শিশুদের গণতন্ত্র চর্চার অংশ হিসেবে ড্রপ-ইন-সেন্টারের শিশু প্রতিনিধি নির্বাচন

ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করে লিফলেট, পোস্টার, ক্যাম্পেইন সবই হয়েছে। ডিআইসি-তে জাতীয় নির্বাচনের আদলে বসানো হয় বুথ।

শিশুকাল থেকে গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি)-তে ১৫ মার্চ ২০২০ অনুষ্ঠিত হয় শিশু প্রতিনিধি নির্বাচন। যেখানে মনোনয়নপত্র আহ্বান, জমা, বাছাই ও বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার থেকে শুরু করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, ভোট প্রহণ (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত), ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সব প্রক্রিয়াই অনুসরণ করা হয়, সাথে সাথে সম্পন্ন হয় দীর্ঘ ১ মাসের নির্বাচন প্রস্তুতি।

নির্ধারিত সময়ে ডিআইসি-এর শিশু ভোটাররা দাঁড়িয়েছে লম্বা লাইনে। এভাবেই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যারা ভোট দিতে দাঁড়িয়েছে তারা ডিআইসি-এর পথ শিশু ও কর্মজীবী শিশু। এসব ক্ষুদে ভোটারদের ভোটেই নির্বাচিত হয় ৯ জন শিশু প্রতিনিধি। তারা যেসব পদবী নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন সেগুলো হলো: সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, শিশু সুরক্ষা সম্পাদক, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকসহ দুটি সদস্য পদ। এই দায়িত্বগুলোর মাধ্যমে সেন্টারের পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদপুর সেন্টারের মিউজিক টিচার মোছা. সায়মা আক্তার দীপ্তি। তিনি বলেন, "সকাল থেকে শিশুরা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ভোট দিয়েছে এবং ভোট গণনার পর ঘোষণা করা হয় বিজয়ীদের নাম। এ প্রতিনিধিরাই ডিআইসিতে তাদের সুবিধা-অসুবিধার দেখভাল করবে। জীবনের প্রথম ভোট দিতে পেরে তারা খুবই খুশি"। উক্ত নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডিআইসি প্রকল্পের কর্মকর্তা মো. আল-আমিন এবং মোহাম্মদপুর সেন্টারের ম্যানেজার এস. এম আসাদুজ্জামান।

জীবনের প্রথম ভোট দিতে পেরে তারা খুবই খুশি

ড্রপ-ইন-সেন্টার প্রকল্পের সমন্বয়কারী শেখ মহব্বত হোসেন বলেন "এ নির্বাচনের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি হবে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি হবে। এতে শিশুর মনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, যার সুফল পাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে"।

আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সমাজ দর্শন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।' রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রশাসন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মো. মশিউর রহমান, মিডিয়া কন্সালটেন্ট চিন্ময় মুৎসুদ্দী ও আহ্ছানিয়া মিশনের কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সদস্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান।

বক্তারা বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। সারাজীবন তিনি মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেছেন এবং মানুষকে ভালো কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বক্তারা আরো বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র জীবনদর্শন আমাদের ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি যে সততার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগতভাবে পালন করা উচিৎ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন আউস্ট উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করল মিশন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্মীদের অংশগ্রহণ

'প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার'- ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করলো ঢাকা আহছানিয়া মিশন। ৮ মার্চ ২০২০ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ভিন্নমূখী আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি পালন করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেন্ডার সেলের সমন্বয়কারী ফেরদৌসী আক্তার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর, নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান, সিনেড সিইও শাহনেওয়াজ খান, জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজা ও প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক মো. মশিউর রহমানসহ অনেকে।

ফেরদৌসী আক্তার বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ২০১৫-২৫ কৌশলপত্রে জেন্ডার একটি ক্রস-কাটিং ইস্যু এবং তৈরি হয়েছে জেন্ডার রোডম্যাপ ও বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা। যেখানে নারীর নিরাপত্তা, শিক্ষা, জীবন-জীবিকা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, মর্যাদা, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থার অর্জন প্রশংসিত হয়েছে।

হাঁসাড়ায় হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নে হেনা আহমেদ হাসপাতালের সার্বিক সহযোগিতায় ৯ জুন করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৭৫ হত-দরিদ্র পরিবারকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- হাঁসাড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোলায়মান খান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বাররা। উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল- ২৫ কেজি চাল, এক কেজি ডাল, এক লিটার তেল, দুই কেজি আলু, এক কেজি লবণ, এক কেজি পেঁয়াজ এবং হাইজিন প্যাকেজর মধ্যে ছিল গোসলের ও হাত ধোয়ার সাবান- দুটি (১২৫ গ্রাম), স্যানিটারী ন্যাপকীন (এক প্যাক), পূন:ব্যবহারযোগ্য মাস্ক (৪ পিস) এবং ২০০ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার। এ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন হেনা আহমেদ হাসপাতালের ম্যানেজার আসিফ মাহমুদ। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-ইউকে ও হিউম্যান আপীল-এর আর্থিক সহযোগিতায় এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগত জানাল মিশন পরিবার

ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

প্রতিবারের মতো এবারও উৎসবমূখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ইংরেজি নতুন বর্ষ ২০২০ কে স্বাগত জানায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ১ জানুয়ারি ২০২০ এ উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপনের মূল আকর্ষণ থাকে মিশন প্রধান কাজী রফিকুল আলমের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ প্রদান এবং পুরনো বছরের কর্ম তৎপরতার আনুষাঙ্গিকতা টেনে ভবিষ্যতের পথচলার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেন।

দিনের শুরুতেই মিশনের সকল কর্মীকে কার্যালয়ে প্রবেশমুখে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এরপর মিশনের অডিটরিয়ামে শুরু হয় ভিন্নমূখী আয়োজন। এ আয়োজনে মিশনের বিভিন্ন সেক্টর, ইনস্টিটিউট, বিভাগসহ সকল কর্মীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি মিলন মেলা পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম খলিলুর রহমান মিশন প্রতিষ্ঠাতার জীবনী নিয়ে আলোকপাত করেন এবং মিশন প্রতিষ্ঠাতার অডিও বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সালতামীতে পুরো বছরের চিত্র উঠে আসে ছবির মাধ্যমে। এছাড়াও মিশনের 'ক্লাব ২৫'-এর সদস্যদের পরিচিতিসহ বিভিন্ন ধরনের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় নতুন বছরের অনুষ্ঠান।

নতুন বছরের শুরুতে নতুন বই পেয়ে উল্লসিত পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর শিক্ষার্থীরা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনা পুরস্কার

২০১৯ সালের নির্বাচিতরা হলেন তপন কুমার সরকার ও নাসির উদ্দিন

তপন কুমার সরকার

তপন কুমার সরকার দক্ষতা দায়িত্ববোধ নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে অর্জন করেছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনা পুরস্কার-২০১৯।

এই পুরস্কার প্রাপ্তির সময় তিনি জামালপুর জেলায় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। উপজেলা, জেলা প্রশাসন

২০১৯ সালে মিশনের শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব তপন কুমার সরকার

ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি সুনামগঞ্জ জেলায় লেট আস লার্ন প্রকল্পের টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তপন কুমার সরকার ১৯৭২ সালের ১লা জানুযারি নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার মাদুরপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সন্তোষ কুমার সরকার ও নিহার বালা সরকার দম্পত্তির কনিষ্ঠ সন্তান তিনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন "ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে সার্টিফিট কোর্স ও Sociology & Anthropology ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যোগদানের পর 'স্রষ্টার এবাদাত ও সৃষ্টের সেবা' এই মূল মন্ত্র হৃদয়ে লালন করে সমাজে পিছিয়ে পড়া, দুস্থ, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে ১৯৯৫ সালে সুপারভাইজার (গ্রেড ৫) হিসেবে কাজে যোগদান করে গ্রেড ১-এ উন্নীত হয়েছেন।

তিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনিত হয়ে নরসিংদী জেলার সকল এনজিওর সমন্বয়কারী হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন এবং নরসিংদী জেলার সকল এনজিওর সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন ধারা "ডাইরেক্টরী" প্রকাশ করেন। সেই ডাইরেক্টরী বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা ও মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, যা এখনও প্রতিটি জেলায় অনুসরণ করা হয়। ডাইরেক্টরীতে তিনি শুভেচ্ছা বার্তা দেন।

উল্লেখ্য যে উক্ত ডাইরেক্টরীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম এবং ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তপন কুমার সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন তালিকাভূক্ত গীতিকার। তার রচিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর সংগীত, সচেতনতার ওপর গণজাগরণমূলক গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশনার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানিক সুনাম অর্জনে অবদান রেখেছে।

মো. নাসির উদ্দিন

কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিজ কর্মস্থলকে কর্মমূখর পরিবেশে রূপান্তরিত করাসহ আপন দক্ষতায় সমুজ্জল হওয়ায় ২০১৯ সালের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনা পুরস্কার অর্জন করেন মো. নাসির উদ্দিন।

তিনি ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর খুলনা জোনের জোনাল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। খুলনা জোনের কর্ম-এলাকা হলো- সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা।

মো. নাসির উদ্দিন ১৯৬৯ সালের ৪ আগস্ট ঝালকাঠী জেলার কাঠালিয়া উপজেলার জয়খালী গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। মো. ফেরেস্তালী হাওলাদার ও হাছিনা বেগম দম্পত্তির প্রথম সন্তান তিনি। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।

তিনি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ হতে হতে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রোগ্রাম সুপারভাইজার হিসেবে যোগদান করে অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতার সাথে মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা (শিশু শিক্ষা, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক) শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৮ সালে তার দক্ষ ব্যবস্থপনার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টাঙ্গাইল জেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে শ্রেষ্ঠ সংস্থা হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু গণকেন্দ্রে তিনি দীর্ঘদিন অব্যাহত শিক্ষার সাথে যুক্ত ছিলেন। ডানিডার অর্থায়নে ওয়াটার স্যানিটেশনের পাইলট প্রকল্পের ম্যানেজার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রকল্প শেষ করেন। স্যানিটেশন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় আমতলী উপজেলার ৪টি গ্রামকে শতভাগ স্যানিটেশন গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৯ সালের ২৩

২০১৯ সালে মিশনের শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন

মে বরগুনার এরিয়ার কদমতলা ব্রাঞ্চের প্রথম ম্যানেজার হিসেবে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিতে কাজ শুরু করেন। ২০১৮ সালে এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে যশোর বদলী হন এবং ২০১৯ সালে জোনাল ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে খুলনা জোনের দায়িত্ব পালন করছেন। তার তত্ত্বাবধানে সাতক্ষীরায় ৪টি, পটুয়াখালীতে ২টি, খুলনায় ৬টি, যশোরের শার্শায় এবং ঝিকরগাছায় ২টি ব্রাঞ্চ গঠন করা হয়। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে দীর্ঘ ২৬ বছর নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ, সহকর্মীদের প্রতি সহযোগী মনোভাব নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা

২. বাই-মুয়াজ্জাল

৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক

৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)

২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)

৩। ব্যবসা বাণিজ্য

৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

৫। আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন ঃ
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪২ ● সংখ্যা ১ ও ২ ● জানুয়ারি-জুন ২০২০

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০